ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রকৌশলীদের আত্মবলিদানের গৌরব আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় ও অনুপ্রেরণার অনির্বাণ উৎস হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পদ্মাসেতু : বদলে দেবে বাংলাদেশ

সম্মানিত লেখক/পাঠকবৃন্দের প্রতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর বিভাগসমূহ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

- **চিঠিপত্র**
- বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ চলমান জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ
  জনগুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিষয়ে (যেমন ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং) চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।

সংগঠন পরিচিতি/ সংগঠন সংবাদ

- আইইবি সংবাদ ঃ
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ**
  ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।
  উদ্দেশ্য ঃ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত সংগঠন।
  বিষয় ঃ পারমাণবিক বিদ্যুৎ, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং ইত্যাদি।

আইইবি-এর মাসিক প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

IEB MEMBERSHIP QUALIFICATION AND CRITERIA NOTICE

IEB ASSOCIATE MEMBERSHIP QUALIFICATION CRITERIA APPROVED IN THE60TH ANNUAL GENERAL MEETING

ASSOCIATE MEMBERS CRITERIA

Every candidate for attachment to The Institution as an Associate Member or for transfer from Student to this class shall satisfy the following conditions :

Qualification : He shall have completed a course of studies in engineering leading to a degree and shall have received such degree recognized by the Council and other qualification may be accepted in consultation with the Equivalence Committee.

Or

He shall have passed the Section "B" Examination of The Institution of Engineers. Bangladesh which is included in the Rules and Syllabi for Associate Membership and Membership Examination or of any other Institution or Society, the Examinations of which are recognized by the Council.

He shall have to submit the following information with the application form: Date of Birth, Nationality, Fathers name, Mothers name, Marital status and spouse name, Blood group, Copies of Educational Certificates, Transcripts, Studentship Roll/ID number, Registration number. The Membership Committee will assess and verify the documents and signature with the NID.

MEMBERS CRITERIA

Every Candidate for election to the class of Member or transfer from an Associate Member into this class shall produce evidence satisfactory to the Council that he fulfills the following condition :

* **Age :** He shall not be less than 27 (twenty seven) years of age, on the date of application. * **Occupation :** At the time of his application for election he shall be actually engaged in teaching, research & development, design, planning, engineering management and/or the execution of engineering works. ***Qualification :** Qualification recognized by the Institution and included in the rules and syllabi shall be accepted for various classes of membership. Other qualification may be accepted in consultation with the Equivalence Committee and

A. He shall be an Associate Member or have passed Section "B" Examination of The Institution, followed by at least 2 (two) years experience under a Corporate Member of which he shall have at least one year's experience in engineering activities.

Or

B. He shall have completed a course of studies in engineering leading to a degree recognised by the Council or as exempting him from Section "A" & "B" Examinations of the Institution and shall have at least 3 (three) years practical experience after graduation under the guidance of a Corporate Member or a teaching experience of 3 (three) years. Post Graduate Studies leading to a Master and Doctor of Engineering degrees from a recognised educational institution shall be counted as one and three years practical experience respectively.

Or

C. He shall have a Master or Doctor of Engineering Degree from a recognized educational institution after having his Bachelor Degree in any allied subject and shall have four and two years of practical experience respectively in the field of engineering activities.

D. Recognized training record for the last (02) two years to be submitted with a report of minimum 1500 (fifteen hundred) words demonstrating competencies and applicants abilities, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

FELLOW CRITERIA

Every candidate for admission into The Institution as a Fellow or transfer from a Member to a Fellow shall produce evidence satisfactory to the Council that he fulfills the following conditions :

* **Age :** He shall not be less than 37 (thirty seven) years of age. * **Occupation :** He shall be engaged in the profession of engineering after having held before his application for election or transfer, a position of high responsibility. * **Qualification :** He shall have one of the following qualifications :

A. * He shall be a Member of The Institution for at least 5 (five) years.
*He shall have at least 12 (twelve) years experience in a position of responsibility in teaching, research & development, design, planning engineering management and/or the execution of important engineering works substantiated through a detailed report of 2000 words on experience demonstrating competencies and applicants abilities and recognized training record for last two years, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

Or

B. *He shall have fulfilled conditions necessary for Membership. *He shall have had suitable education and training in engineering and shall have at least 20 (twenty) years experience in a position of responsibility in teaching, research & development, design, planning, engineering management and/or execution of important engineering works and substantiated through a detailed report of minimum 2000 words on experience demonstrating competencies and applicants abilities and recognized training record for last two years, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

লেখার শুরুতেই পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠসহ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়া অগণিত শহীদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি– শহীদ প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, শহীদ প্রকৌশলী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন, শহীদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, শহীদ প্রকৌশলী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, শহীদ প্রকৌশলী মো. নূর হোসেন, শহীদ প্রকৌশলী মো. শফিকুল আনোয়ার, শহীদ প্রকৌশলী ক্যাপ্টেন মাহমুদ হোসেন আকন্দ, শহীদ প্রকৌশলী লে. কর্নেল আবদুল কাদির, শহীদ প্রকৌশলী বাদশা আলম সিকদার, শহীদ প্রকৌশলী আলতাফ হোসেন, শহীদ প্রকৌশলী মোজ্জামেল হক চৌধুরী, শহীদ প্রকৌশলী সেকান্দার হায়াত চৌধুরী, শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক, শহীদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আফসার হোসেন, শহীদ প্রকৌশলী আবু সালেহ মোহাম্মদ এরশাদউল্লাহ, শহীদ প্রকৌশলী আহমদুর রহমান, শহীদ প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ, শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল আলী, শহীদ প্রকৌশলী এ. কে. এম. নূরুল হক, শহীদ প্রকৌশলী মো. ফজলুর রহমান, শহীদ প্রকৌশলী মোকররম হোসেন মুকুল, শহীদ প্রকৌশলী গোলাম সারোয়ার, শহীদ প্রকৌশলী এ. কে. মাহমুদ চৌধুরী, শহীদ প্রকৌশলী চৌধুরী ইবাদুল হক প্রমুখ শহীদ প্রকৌশলীকে। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রকৌশলীদের আত্মবলিদানের গৌরব আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় ও অনুপ্রেরণার অনির্বাণ উৎস হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এবারের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির বিপুল বিজয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার উন্নয়ন অভিযাত্রাকে আরো গতিশীল করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। দেশজুড়ে বহু উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ চলছে। এসব কর্মযজ্ঞে আমাদের দেশীয় প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। স্বপ্নের পদ্মাসেতু এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব। পদ্মাসেতু নিয়ে একটি সরজমিন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন চলতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এটি পাঠকদের ভালো লাগবে বলে আমরা মনে করি।

প্রিয় পাঠক,

আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে পারেন। পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

সম্পাদক
প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ

সম্পাদকমন্ডলী
প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার
প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোহসিউল ইসলাম (আদনান)
প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী

নির্বাহী সম্পাদক
অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মাহমুদ আখতার শরীফ

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৫৬১১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : info.iebhq@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

পদ্মাসেতু : বদলে দেবে বাংলাদেশ

প্রত্যয় জসীম

স্বপ্নের পদ্মসেতু। স্বপ্ন নয় বাস্তবের দিকে এগুচ্ছে আজ। একটু একটু করে সম্পন্ন হচ্ছে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ। হাজারো বাধা বিপত্তি মাড়িয়ে বর্তমান সরকার দেশের বৃহত্তম পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্পটি নিজেদেরই অর্থায়নে সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাঙালি জাতি আবারো নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরছে বিশ্ববাসীর কাছে। বীরের জাতি বাঙালি মাথা নোয়াবার নয়, বিশ্বের দরবারে এ সত্য আবারো উদ্ভাসিত হলো। এদেশের হাজারো মানুষ বিনাবাক্যে নিজেদের ভূসম্পত্তি পদ্মাসেতুর জন্য অকাতরে দিয়ে দিয়েছে। অনেকে বিনামূল্যে জমি দিয়েছেন। এ যেন আরেক মুক্তিযুদ্ধ। দেশ গড়ার যুদ্ধ। দেশকে এগিয়ে নেয়ার যুদ্ধ। বাঙালি কখনো পরাভূত হয় না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পদ্মাসেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রজ্ঞাবান ও কর্মপ্রাণ মানুষ ওবায়দুল কাদের দিন রাত নিরন্তর কাজ করছেন।

এ বৃহৎ প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করার অঙ্গীকার নিয়ে, ইতোমধ্যে ১৪ অক্টোবর ২০১৮ পদ্মাসেতুর নামফলক উন্মোচন ও রেল সংযোগ কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মাসেতু নিয়ে এ লেখকের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী জানান, পদ্মাসেতু এক সময় ছিলো চ্যালেঞ্জ- সেটি আমরা সাহসের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছি। তিনি বলেন সেতুর জাজিরা পয়েন্টে ৫টি এবং মাওয়া পয়েন্টে ১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আরো ৫টি স্প্যান বসানোর কাজ চলছে। ফলে এখন মাওয়া প্রান্ত থেকেও পদ্মাসেতু দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন, পদ্মার নামেই সেতুর নামকরণ হবে। নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে পদ্মাসেতুর কাজ শেষ না হওয়া প্রসঙ্গে সেতুমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে দুটি নদী আনপ্রেডিকটেবল, এর মধ্যে একটি আমাজান অন্যটি পদ্মানদী। বারবার পিয়ারের ওপরে স্প্যান স্থাপন করতে গিয়ে সম্ভব হয়নি, কারণ সয়েল কন্ডিশন অ্যালাও করেনি। ফলে কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, তবুও আমি বলবো – পদ্মাসেতু আজ দৃশ্যমান। সেটাই আমাদের গর্বের বিষয়। মূল সেতুর

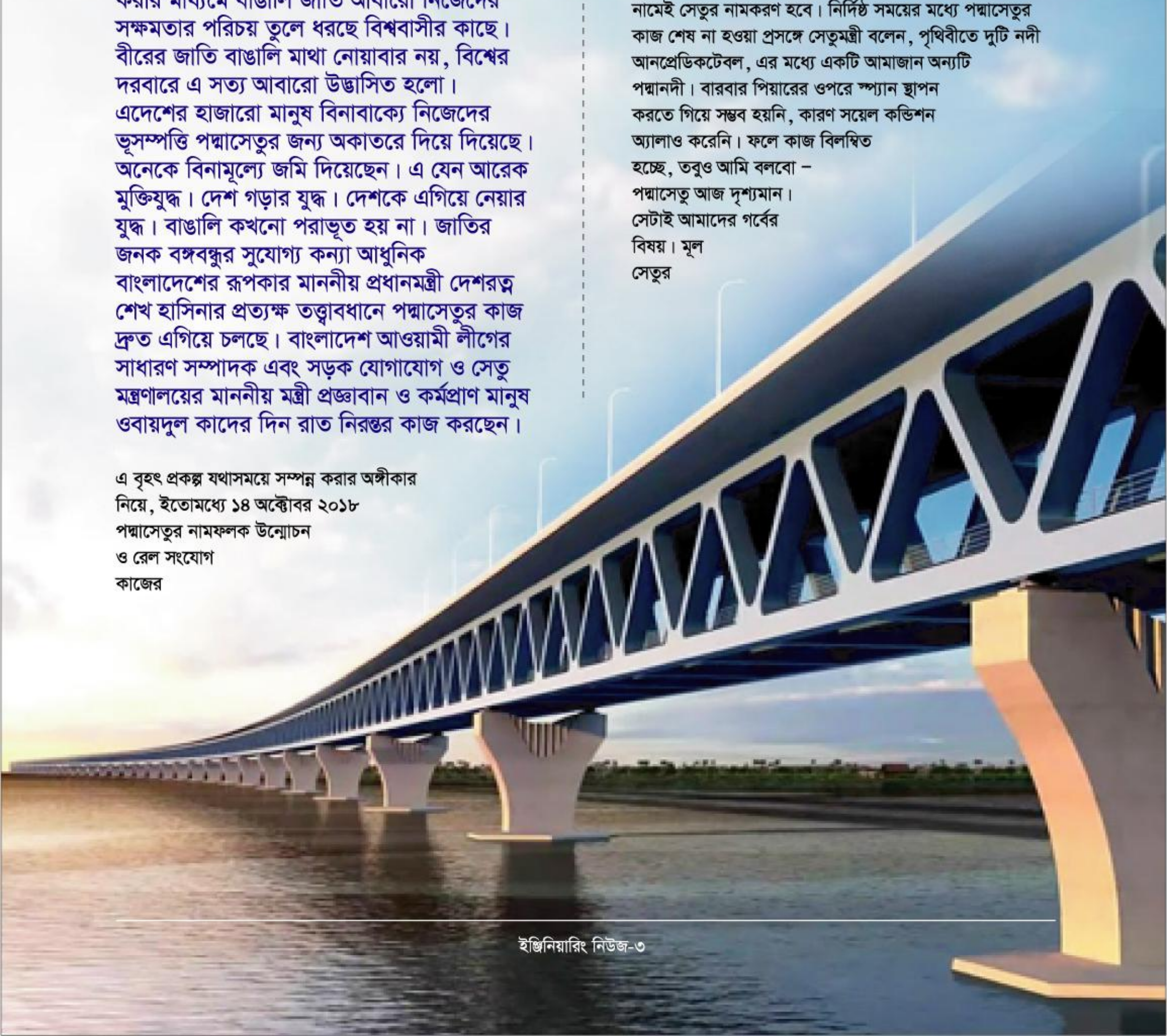

এই সংখ্যায়

পদ্মাসেতু : বদলে
দেবে বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি
পর্বের স্মৃতিকথা

স্মরণঃ শহীদ রুমি 'কোন
স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না,
চায় রক্তস্নাত শহীদ'...

প্রসঙ্গ পেশাজীবী সংগঠন
দায়বদ্ধতার আলোকে

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ঃ
সময় আছে একযুগ!

হায় চুনতির
পাহাড়! হায়
হারবাঙের
শতবর্ষী বৃক্ষ!

স্ট্রাইন অব রিমেম্ব্রেন্স
একটি মনোমুগ্ধকর
স্মৃতিসৌধ

নির্মাণকাজও আমরা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়েছি, ৭১ ভাগ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। পদ্মাসেতু নিয়ে এখন আর কুয়াশা নেই। পদ্মাসেতু এখন জ্যোতির্ময় বাস্তবতা। ২০১৯ সাল নাগাদ এ সেতু দিয়ে গাড়ি চলবে। প্রত্যয়ের সঙ্গেই এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মন্ত্রী মহোদয়। সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের-এর প্রত্যয় প্রত্যাশাও অঙ্গীকার সূর্যের মতো অনির্বাণ আলোয় আলোকিত করবে প্রিয় স্বদেশ, বদলে দেবে বাংলাদেশ, আমরা সেই সুবর্ণ ভোরের অপেক্ষায় থাকলাম।

পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ প্রসঙ্গ

১৪ অক্টোবর ২০১৮ 'পদ্মাসেতু রেল সংযোগ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পদ্মাসেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ কাজেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথম পর্যায়ে মাওয়া থেকে পদ্মাসেতুর ওপর দিয়ে রেললাইন জাজিরা, শিবচর, ভাঙ্গা, জংশন হয়ে বিদ্যমান ভাঙ্গা স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর জেলা সংযুক্ত হবে। পদ্মাসেতুর মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। ঢাকা থেকে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও দর্শনার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত রুটে উন্নতর রেল যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে। এ রুটে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্রডগেজ মালবাহী ও কন্টেইনার ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছেন রেল মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র। ভবিষ্যতে এ রুটে দ্বিতীয় লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরকে এই রুটের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। জানা গাছে চীনা জিটুজি পদ্ধতিতে চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লি. নামক চীন সরকারের মনোনীত ঠিকাদার এই প্রকল্পর কাজ করছে। চীনা এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে ২ হাজার ৬৬৭ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে। সেটা হলো ২৩ কি.মি. এলিভেটেড ভায়াডাক্টে ব্যালাস্টবিহীন রেললাইন নির্মাণ। পদ্মাসেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং টেন্ডার ও মূল্যায়ন কমিটির ও সদস্য আইইবি'র সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ., পদ্মাসেতু বিষয়ে আলাপ প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া বিশ্বের বহুদেশেই বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। এটা কঠিন কিছুই না। আমরা এই প্রথম সাহস করলাম। টাকার পরিমাণ হিসেবে ৩০ হাজার কোটি টাকা বেশি মনে হলেও আসলে বেশি টাকা নয়। মালয়েশিয়ার মতো দেশ তাদের বহু প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করেছে। পদ্মাসেতুর যে প্রভাব তা হলো জিডিপিতে এটা বিরাট ভূমিকা রাখবে। আমাদের জিডিপি বাড়বে। পদ্মাব্রিজ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাাজিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখবে। দেশীয় প্রকৌশলীদের পদ্মাসেতুর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পাদন করার সামর্থ ছিলো কি? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেশীয় প্রকৌশলীদের সক্ষমতা ছিল-পদ্মাসেতুর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পাদন করার। যেহেতু প্রথমে এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতাদেশসমূহের অর্থায়নে তৈরি করার প্রস্তাবনা ছিলো। সেহেতু তাদের নির্দেশনায় এই সেতুর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব অর্থায়নে সেই ডিজাইন-ই অনুসরণ করছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর ডিজাইনের সঙ্গে পদ্মাসেতুর ডিজাইন ভিন্নতা কোথায়? জানতে চাইলে তিনি জানান, পদ্মাসেতুর ডিজাইন হচ্ছে স্টিল-স্ট্রাকচার ভিত্তিক। এখানেই বঙ্গবন্ধু সেতুর সঙ্গে এ সেতুর ডিজাইনের ভিন্নতা রয়েছে। এ প্রযুক্তি অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সড়ক সেতু এবং রেলসেতুতে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে সেতুর কাজ শুরু হয়েছে, আগামী বছরেই এটি শেষ হবে বলে প্রত্যাশা করছি। পদ্মাসেতু পরিবেশ ও প্রকৃতিতে কোনো রকমের বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। বলা যায় এটি একশত ভাগ পরিবেশ বান্ধব ও ঝুঁকিমুক্ত। সেতুর মূল স্ট্রাকচারাল স্টিল বিদেশ থেকে আসছে। রিফোর্সিং স্টিল পুরোটাই বাংলাদেশের স্থানীয় উৎস থেকে, সিমেন্ট ও বালি পুরোটাই দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। পাথরের ক্ষেত্রে সব পাথর স্থানীয় উৎস থেকে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। বিদেশ থেকে বেশ পরিমাণ পাথর আনতে হচ্ছে। নদী শাসনের জন্য সব উপাদানই বাংলাদেশের স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে দেশের এই খ্যাতিমান স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ., বলেন, পদ্মাসেতু এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব।

দিন বদলের গল্প

সড়ক পথে দূরত্ব ৩৩৫ কি.মি.। সকালে বাসে উঠলে রংপুরের মানুষ ঢাকায় পৌঁছায় গভীর রাতে। দিন বদলে গেল ১৯৯৮ সালে যখন যমুনা নদীর ওপর নির্মিত একটি সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করেছিল উদ্বোধণের দিন থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ির চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করে উত্তর জনপদের মানুষের ভাগ্য। আজ বিশ বছর পর রাজশাহী, রংপুর এখন আর দেশের দরিদ্রতম এলাকা নয়। দারিদ্র্যের হার এখন সবচেয়ে বেশি বরিশাল বিভাগে। ঢাকা থেকে মাওয়া হয়ে বরিশালের দূরত্ব মাত্র ১৬৭ কি.মি., রংপুরের দূরত্বের অর্ধেক কিন্তু এক ট্রাক পণ্য নিয়ে বরিশাল থেকে ঢাকায় আসতে সময় লাগে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা। কখনো তা তিনদিনেরও বেশি গড়ায়। সড়কপথে ছয়-সাত ঘন্টার বেশি লাগে না কিন্তু পদ্মা নদী পার হতেই ঘাটে বসে থেকে কাটাতে হয় দীর্ঘ সময়। অথচ একটি সেতু হলে তিন-চার ঘন্টার মধ্যে বরিশাল পৌঁছে যাওয়া যেত। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে উত্তর জনপদের মতো নিজেদের দিন বদলের স্বপ্ন দেখছে দক্ষিণের জেলাগুলোর প্রায় তিন কোটির বেশি মানুষ। এ সেতু হলে তাদের এলাকায় গ্যাস যাবে, শিল্পায়ন হবে। দ্রুত পণ্য পরিবহণ করা যাবে, পণ্যের ভালো দাম মিলবে। সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসার উন্নতি হবে এমন আশা ওই সব জেলার বাসিন্দাদের। সড়ক পথের পাশাপাশি পদ্মা সেতুর মাধ্যমে রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে পণ্য পরিবহণ খরচও কমবে। মংলা বন্দরের সঙ্গে সরাসারি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে ওই বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের মতোই কর্মচাঞ্চল্যে ভরে উঠবে বলেও আশা দক্ষিণের ব্যবসায়ীদের। এর সঙ্গে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশও। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে যে সেতু থেকে বিশ্বব্যাংক সরে গেছে তাদেরই 'প্রজেক্ট অ্যাপরাইভাল ডকুমেন্টে' বলা হয়েছে,

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ২৭ শতাংশ পদ্মাসেতুর ওপারে অবস্থিত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাস করে। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশ বেশি হবে। এতে জাতীয় জিডিপির হার বাড়বে ০.৫৭ শতাংশ। এতে ওই অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনের হর ১ শতাংশীয় পয়েন্ট হারে বাড়বে। বিশ্বব্যাংক আরো বলছে, পদ্মাসেতুর কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে যাতায়াতের দূরত্ব কমবেশি ১০০ কি.মি. মতো কমবে। এতে গাড়িতে যাতায়াত সময় বাঁচবে দুই ঘন্টার মতো। আর ট্রাকের ক্ষেত্রে সময় কমবে ১০ ঘন্টা। এ সেতু শুধু ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণের সংযোগ স্থাপনই করবে না, এটি এশিয়ান হাইওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। যে হাইওয়ের মাধ্যমে জাপানের টোকিও থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সংযোগ স্থাপনের আঞ্চলিক পরিকল্পনা আছে।

পদ্মাসেতুর আর্থ-সামাজিক প্রভাব

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বলেন, পদ্মাসেতুর প্রভাব বহুমাত্রিক। এর ফলে যোগাযোগ সহজ হবে, মানুষের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার হার বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে মানুষের মবিলিটি বাড়ে। এক সময় উত্তরবঙ্গের মানুষ কোথাও যেত না। সেখানে মঙ্গা ছিল, অভাব ছিল। এখন রংপুরের মানুষ কাজের খোঁজে চট্টগ্রাম চলে যায়। তাদের বহির্মুখী যোগাযোগ বেড়েছে বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে। 'পদ্মাসেতুর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রাক্কলন' শীর্ষক এক গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দুজন অধ্যাপক ড. বজলুল হক খন্দকার ও ড. সেলিম রায়হান দেখিয়েছেন, পদ্মাসেতু নির্মাণ হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পণ্য ও সেবার চাহিদা বাড়বে। স্যোশাল আকাউন্টিং ম্যাট্রিক্স (এসএএম) ব্যবহার করে তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পদ্মাসেতু নির্মাণ হলে দক্ষিণাঞ্চলের শস্য চাহিদা ২০ শতাংশ, মাছের চাহিদা ২০ শতাংশ, ইউটিলিটি সেবা ১০ শতাংশ ও পরিবহন সেবার চাহিদা ৫০ শতাংশ বাড়বে। এর ফলে দেশের মোট শস্য চাহিদা ১০ শতাংশ, মাছের চাহিদা ১০ শতাংশ, ইউটিলিটি সেবা ৫ শতাংশ ও পরিবহন সেবার চাহিদা ২০ শতাংশ বাড়বে। ড. সেলিম রায়হান জানান, বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে উত্তরাঞ্চলে পণ্য ও সেবার চাহিদা যেভাবে বেড়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে এ হিসাব করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুতে এগিয়েছে উত্তর, পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণ; যমুনায় বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র বিমোচন দ্রুত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) থানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০০ সালে বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৩ শতাংশ, খুলনায় ছিল ৪৫ শতাংশ ২০১০ সালে তা কমে বরিশালে হয় ৩৯.৪ শতাংশ এবং খুলনায় হয় ৩২.১ শতাংশ। ২০০০ সালে তা ওই দুই বিভাগের চেয়ে কমে ৫৭ থেকে ৩৫.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর উত্তরাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বেড়েছে। ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে উত্তরাঞ্চলের অংশীদারি এখন অনেক বেশি, যা দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত্রে কমে গেছে। বিবিএসের অর্থনৈতিক শুমারি অনুযায়ী, ২০০১ সালে দেশের ইকোনমিক ইউনিটের ৫.৫ শতাংশ বরিশাল এবং ১৪.৭ শতাংশ ছিল খুলনায়; ২০১৩ সালে তা কমে যথাক্রমে ৪.৮ ও ১২.৮ শতাংশে দাঁড়ায়। রংপুরে ১০.৯ থেকে বেড়ে ১৩.৫ শতাংশ হয়েছে। দেশের মোট উৎপাদনশীল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৪.৮ শতাংশ বরিশাল এবং ১৪.২ খুলনায় অবস্থিত। রাজশাহী ও রংপুরে উৎপাদনশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দক্ষিণের চেয়ে বেশি। ওই দুই বিভাগে দেশের ২৬ শতাংশের চেয়েও বেশি উৎপাদনমুখী শিল্প অবস্থিত।

পরিবর্তনের আশা দক্ষিণে

পদ্মাসেতু নির্মিত হলে বরিশালে শিল্পায়ন হবে কি না জানতে চাইলে বরিশাল মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, পদ্মাসেতু হলে বরিশালে গ্যাস আসবে। গ্যাস এলে আমি নিজেই প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের একটি কারখানা করার চিন্তা করছি। আমার মতো শত শত ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করার জন্য মুখিয়ে আছে। তিনি বলেন, বরিশাল বিভাগ শিল্পায়নে পিছিয়ে আছে। এর বড় কারণ এখানে গ্যাস নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা-পদ্মা। সেতু হলে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসাবে রপ্তানিমুখী শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে। খুলনা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (কেসিসিআই) পরিচালক অ্যাডভোকেট মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে মংলা বন্দরে যেতে একটি ট্রাকের সাত আট ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু ফেরিঘাটে জট থাকলে দু-তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়। পদ্মাসেতু হলে সাড়ে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টায় মংলা বন্দরে যাওয়া যাবে। তিনি জানান মংলা এখন আগের চেয়ে অনেক গতিশীল। গ্যাস সংযোগ এলেই খুলনা ইপিজেডে প্রচুর বিনিয়োগ হবে। এখনই কোনো প্লট খালি নাই। বিনিয়োগকারীরা সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অপেক্ষায় আছেন। বিদেশ রপ্তানির জন্য ৯৫ শতাংশ চিংড়ি ও ৮০ শতাংশ পাটপণ্য খুলনা থেকে মংলার বদলে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে রপ্তানি হয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্রেতারা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে খুলনা যেতে চায় না। এ ছাড়া আরো কিছু সমস্যা আছে। মতিঝিলের একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, পদ্মাসেতু দিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যে মাদারীপুর যাওয়া যাবে। তখন তিনি প্রতি সাপ্তাহে গ্রামের বাড়ীতে যাবেন বলে আশা করেন।

বহুমাত্রিক আয়োজন

সাড়ে তিন হাজার মানুষের সাত হাজার হাত। ছোট থেকে শুরু করে বিশালাকার যন্ত্রপাতি, নানা উপকরণ। বিশাল কর্মযজ্ঞ এর পরই স্বপ্নের পদ্মাসেতুর বাস্তবতা। এটি এখন আর কোনো গল্প নয়। ফোরলেন সড়ক ও রেল লাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণ শেষ, নদীশাসনের কাজও এগিয়েছে অনেক দূর। যেখানে সেতুটি হচ্ছে, তার পাশেই অপেক্ষা করছে চীন থেকে আসা বিশাল দুটি যন্ত্রদানব, যা সেতু নির্মাণে ভাসমান ইউনিট হিসাবে কাজ করছে। এভাবেই দিন রাত নিরান্তর কর্মযজ্ঞে রূপ পাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু। দেশের সর্ববৃহৎ এই নির্মাণ অবকাঠামোতে রড, সিমেন্ট ও পাথর সরবরাহের ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা খুশি। মাওয়া ঘাট ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, চারদিকে পদ্মাসেতু নির্মাণকাজের বিপুল সব আয়োজন। মাওয়া ঘাটে পদ্মার তীর থেকে সামান্য ডানে সেতুর পিলার এর কাজ চলছে। চার জন চীনা ও তিন জন বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছে আপনমনে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, মূল সেতু নির্মাণের জন্য চায়না

মেজর ব্রিজের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে অবিরাম কাজ চলছে। সেখানে দু-শ'র বেশি শ্রমিক কাজ করছেন। কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে পাথর ভাঙার মেশিনে অবিরাম চলছে পাথর ভাঙার কাজ। পাশেই পদ্মা নদীতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে চীন থেকে আসা ফোটিং ইউনিটের বড় দুটি মেশিন, যা নদীর তলদেশে পিলার বসানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। এই কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের একজন মমিনুল। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে এসে কাজ করছে ১৫ হাজার টাকা বেতনে। সাত বছরের জন্য নিয়োগ পাওয়া এই শ্রমিক বলেন, ইয়ার্ডে দেড়-শ'র বেশি শ্রমিক কাজ করছেন। দৈনিক আট ঘন্টা কাজের বাইরের জন্য ওভারটাইম করছেন তাঁরা। সেতু কবে হবে; এমন প্রশ্নের উত্তরে মমিনুল বলেন, 'সেতু বানানোর জন্যই তো এত আয়োজন। আমরাও দিন-রাত কাজ করছি। মাসে ১৫ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ পাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের আরেক শ্রমিক রাজমিস্ত্রি আসলাম বলেন, পদ্মাসেতুর জন্য কাজ করছি এটাই অহংকার। ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যেতেই আচমকা চোখে পড়বে প্রশস্ত সড়ক ফোরলেন। দুই পাশেই সড়ক প্রশস্তের কাজ করছে বাংলাদেশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আবদুল মোনেম গ্রুপ। এটা মূলত পদ্মাসেতুর সংযোগ সড়ক বা এপ্রোচ রোড। এপ্রোচ সড়কের কাজ প্রায় শেষের পথে।

দেশেই একখণ্ড সিঙ্গাপুর গড়ে উঠছে

পদ্মাসেতুর বহুমাত্রিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সেতুর চেয়েও বড় আয়োজন চলছে দুই পাড় ঘিরে। নদীর উভয় পাড়ে বিদ্যমান দুই লেনের সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে দিনরাত। নির্মাণ করা হবে অত্যাধুনিক, দৃষ্টিনন্দন উড়াল সড়ক। উড়াল সড়কের অংশে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন স্থাপন করে দেবে সেতু বিভাগ। আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় সেতুকে ঘিরে উঠবে বাংলাদেশের ভেতর এক টুকরো সিঙ্গাপুর। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত দেশের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর, আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র, জাদুঘর আরো ব্যাপক পরিসরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগর চট্টগ্রামের পরই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে পদ্মাপাড়। নান্দনিকতা ও আধুনিকতার নিরিখে দেশের যেকোনো নগর-শহরকে পিছনে ফেলবে ওই এলাকা। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পদ্মাসেতু বাস্তবায়িত হলে যানবাহনের কারণে চাপ বাড়বে সড়কের ওপরে। সেই জন্য পদ্মার দুই পাড়ে বিদ্যমান দুই লেনের যেসব সড়ক রয়েছে, সেগুলো চার লেনে উন্নীত করা হবে। রাজধানী ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথে নির্মাণ করা হবে উড়াল সড়ক। নতুন সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। মধুমতী নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। পরিকল্পনা বাস্তাবায়িত হলে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের ১৯ জেলার যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে যাবে আশা করছেন তাঁরা। সেতু বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পদ্মাসেতুতে গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থাও থাকবে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সংযোগও দেওয়া হবে। তবে এসব সংযোগ শুধু সেতুর অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সেতুর দুই পাশে গ্যাস সংযোগ সম্প্রসারণ করবে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড। লিমিটেড। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে যাত্রার শুরুতেই হোঁচট খেতে হয় ঢাকা থেকে বের হতে গিয়ে। যানজটের কারণে রাজধানীতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যাত্রীদের যাতে যানজটে পরতে না হয় সে জন্য রাজধানীর শান্তিনগর থেকে মাওয়া সড়কের ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প পর্যন্ত সাড়ে তেরো কি. মি. দীর্ঘ একটি উড়াল সড়ক সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপির ভিত্তিতে নির্মিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রভৃতি করে দেব সরকার। মূল উড়াল সড়কের অর্থায়ন ও নির্মাণকাজ করবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রকল্প পরিচালক আবদুল বাকি মিয়া বলেন, মেয়র হানিফ ফাইওভারের মতোই উড়াল সড়কটি কোনো বেসরকারি সংস্থা করবে। মূল উড়াল সড়ক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। এর যোগান দিবে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠান। উড়াল সড়কটি রাজধানীর শান্তিনগর থেকে শুরু হয়ে পল্টন, গুলিস্তানের গোলাপ শাহ মাজার হয়ে হানিফ ফাইওভারের ওপর দিয়ে বংশাল হয়ে বাবুবাজার ব্রিজের পাশ দিয়ে ঝিলমিল গিয়ে শেষ হবে। রাজউকের কর্মকর্তারা বলেছেন, সাড়ে তেরো কি. মি. দীর্ঘ উড়াল সড়কটির প্রায় পুরোটাই যাবে সড়কের ওপর দিয়ে। উড়াল সড়কের সঙ্গে মগবাজার-মৌচাক উড়াল সড়কের সংযোগ স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। পদ্মাসেতুকে কেন্দ্র করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর মহাপরিকল্পনায় দেখা গেছে, ঢাকা থেকে খুলনা, যশোর এবং ঢাকা থেকে বরিশাল যাতায়াতের জন্য চার লেনের বেশ কয়েকটি সড়কের প্রকল্প রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত ৪০ কি.মি. চার লেন প্রকল্প। এটি শুরু হবে বুড়িগঙ্গা সেতু থেকে। শেষ হবে মুন্সীগঞ্জের পদ্মাসেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কে। এরপর সোয়া ছয় কি.মি দীর্ঘ পদ্মাসেতু। পদ্মাসেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক শেষ হবে জাজিরা পয়েন্টে। সেখান থেকে মধুমতী নদীর ওপর কালনা সেতু পর্যন্ত চার লেনের আলাদা প্রকল্প। এরপর কালনা সেতু থেকে যশোরের বেনাপোল পর্যন্ত চার লেন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাজিরা থেকে খুলনা এবং চাঁদপুর যাওয়ার সড়কও চার লেন হবে। ঢাকা থেকে মাওয়া ঘাট পর্যন্ত সড়কপথের দূরত্ব ৪০ কি.মি। মাওয়া যাওয়ার জন্য যে সড়কটি রয়েছে, সেটা দুই লেনের। এটি চার লেনে উন্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৮৬ কোটি টাকা, যাতে অর্থায়ন করছে এডিবি। ঢাকা থেকে ফরিদপুর ভাঙ্গা পর্যন্ত সড়কপথের দূরত্ব ৬০ কি.মি এবং বরিশাল থেকে কুয়াকাটা ১০৮ কি.মি পুরোটাই চার লেন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাজিরার যে অংশ গিয়ে পদ্মা অ্যাপ্রোচ সড়ক শেষ হবে সেখান থেকে ভাঙ্গা হয়ে বাটিয়াপাড়া দিয়ে কালনা সেতু পর্যন্ত সড়কের চার লেন উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু করছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। ৬০ কি.মি দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ৭২০ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কর্মপন্থা প্রণয়ন

পদ্মাসেতু প্রকল্প নিয়ে আর কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ না যেন ওঠে, সে বিষয়ে সর্তক সরকার। অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেতু কাজে নজরদারি বাড়াতে পৃথক

কর্মপন্থা তৈরী করছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এই আলোকেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশের আলোকে ইআরডি এ গাইডলাইন তৈরি করছে। এ গাইডলাইন ধরে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্পে অর্থ ব্যয় ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতি মাসেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে কি না, তাও দ্রুততার সঙ্গে জানাতে হবে। বিশ্বব্যাংক সেতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাকালে তারাই নজরদারির দায়িত্বে ছিল। সংস্থাটিকে বাদ দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর কাজ শুরু করায় সরকার সব দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাঁরা আশা করছেন, এর মাধ্যমে প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব ফরিদা নাসরিন বলেন, প্রকল্পে যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সে বিষয়ে করণীয় গাইডলাইনে বলা হয়েছে। ইআরডি সূত্রে জানা যায়, পদ্মাসেতু ছাড়াও দেশের অবকাঠামো খাতে গুরুত্বপূর্ণ আরো ছয়টি প্রকল্প নজরদারি ও পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। এসব প্রকল্পেও ওই কর্মপরিকল্পনা ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এসব প্রকল্প নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সে লক্ষ্যেই এমন সর্বোচ্চ সতর্কতা। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো হলো সোনাদিয়ায় গভীর সুমদ্রবন্দর, মাতারবাড়ীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র, মেট্রোরেল প্রকল্প, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ। জানা যায়, কর্মপন্থা অনুযায়ী পদ্মাসেতু প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইজি), ইআরডি এবং সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটি প্রতি মাসে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনশেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে প্রতিবেদন দেবে। এতে কোনো ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে গাইডলাইনে। ইআরডির একাধিক কর্মকর্তা জানান, পদ্মাসেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সরকার যে চুক্তি করেছিল, তাতে সব ধরনের কেনাকাটা সংস্থাটির নীতিমালার আলোকে করার কথা ছিল। এখন যেহেতু নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাই সব ধরনের কেনাকাটা সরকারের ক্রয়নীতিমালার (পিপিআর) আলোকে হচ্ছে। পিপিআর নীতিমালাকে যাতে অবজ্ঞা করা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে গাইডলাইনে। প্রয়োজনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশনা থাকছে। জানা যায় ছয়টি অংশে ভাগ করা হয়েছে পদ্মাসেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ। সোয়া ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মাসেতুর মূল কাজের দায়িত্ব পেয়েছে চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড। এ ছাড়া নদী শাসন বা নদী তীর সংরক্ষণের কাজ করছে চীনের আরেক প্রতিষ্ঠান সিনোহাইড্রো। এ দুটি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে কি না, তা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে গাইডলাইনে। বলা হয়েছে, প্রকল্পে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হবে, তার সঠিকভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছি কি না এবং নীতিমালার আলোকে করা হয়েছি কিনা, সে বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এর কথা বলা হয়েছে। উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেতুর পাশে একটি ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের কোনো নাগরিক এ প্রকল্পে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি দেখতে পেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, তা কঠোরভাবে মনিটর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা। সামগ্রিক বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, পদ্মাসেতু প্রকল্পে অতীতের মতো যাতে আর অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সে জন্য এ গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে আর সন্দেহ এবং আস্থাহীনতা দেখা না দেয়, সে জন্য প্রকল্পটি কঠোরভাব পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করা হচ্ছে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। তাই সরকার এর পিপিআরের আলোকে সব ধরনের নিয়ম-কানুন মেনেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২১০০ প্লট পেল ক্ষতিগ্রস্তরা

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য বসতি হারানোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারকে দুই হাজার একশত প্লট দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে মাঝে থেমে থাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে প্রকল্পের মাওয়া ও জাজিরা অংশে। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, পদ্মাসেতু প্রকল্পের জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৫ হাজার পরিবার। সেতুর জন্য মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় শুধু ফসলি জমি ছাড়তে হয়েছে আট হাজার পরিবারকে। বসতি স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫ হাজার পরিবার। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো দুই হাজার পরিবার। ক্ষতিগ্রস্তর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। পদ্মাসেতু প্রকল্প সূত্র মতে, বসতি হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে ২১০০ প্লট হস্তান্তর করা হবে। এগুলোর মধ্যে আছে আড়াই, পাঁচ ও সাড়ে সাত শতাংশ আকারের প্লট। আড়াই শতাংশের প্লট পাবে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার। তাদের কাছ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো মূল্য নেয়া হয় নি। অন্য শ্রেণির ক্ষেত্রে মূল্য নেয়া হবে। তবে প্লট হস্তান্তরের ১০ বছরের মধ্যে গ্রহীতাদের কেউ প্লট বিক্রয় করতে পারবে না এটি মেনে নিয়ে প্লট নিতে হবে। প্রকল্প এলাকায় বসতি স্থাপনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আলাদা চারটি পুনর্বাসন এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পের মাওয়া ও জাজিরা অংশে দুটি করে মোট চারটি পুনর্বাসন কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এগুলো হলো যশলদিয়া, কুমারভোগ, নাওডোবা ও বাকরেরকান্দি। পদ্মাসেতু প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে সেতু বিভাগের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রকল্পের জন্য জমি দেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৪৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া পুনর্বাসন এলাকায় মাটি ভরাট ও বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরির জন্য ব্যয় হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা। এ বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক জানান, মাওয়া পুনর্বাসনের জন্য তৈরি অংশে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনেক শুরু হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক বলেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষতিপূরণ দেওয়া শেষ হয়েছে। জাজিরা প্রান্তে পদ্মা নদীর তীর রক্ষার জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প ২ মার্চ ২০১৫

তারিখ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ জন্য ১৫৫ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে।

২০১৯ সালে চালু হবে স্বপ্নের পদ্মাসেতু

স্বপ্নের পদ্মাসেতুকে ঘিরে এক মহা কর্মযজ্ঞ চলছে অবিরাম। উত্তাল উন্মাতাল পদ্মানদীও আজ করায়ত্ব হলো মানুষের কাছে। স্বপ্ন সেতু পদ্মা অচিরেই বাঙালির অবিনাশী স্বপ্ন আকাংখা উদ্যমের প্রতীক হয়ে পদ্মার জলে মাথা তুলে দাঁড়াবে। পদ্মাসেতু হবে উন্নত আধুনিক বাংলাদেশের একটি আইকন। মাওয়া ঘাটে পদ্মার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে অপার আনন্দ দোলা দেবে আপনার মনেও। কারণ এখানে চলছে এক দারুণ আশাজাগানিয়া কর্মযজ্ঞ। বিশাল পদ্মা নদীর বুক ফুঁড়ে জেগে উঠেছে একটি অদ্যম অনির্বাণ স্বপ্ন, যে স্বপ্নের নাম পদ্মাসেতু। যে সেতু নিয়ে ঘটে গেছে অনেক হাঙ্গামা। দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সহায়তা প্রত্যাহার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দাতাগোষ্ঠী। হতাশার আঁধার নেমেছে দেশবাসীর মনে। অবশেষে একদিন ঘুরে দাঁড়ায় সব কিছু। বঙ্গবন্ধুকন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন কারো মুখাপেক্ষি হব না; পদ্মাসেতু বানাব নিজেদের টাকায়। দিকে দিকে স্লোগান ওঠে, আমাদের পদ্মাসেতু আমরাই করব। সেই প্রত্যয়ের সেই স্বপ্নের পদ্মাসেতু আজ সত্যিই হচ্ছে।

আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালের মধ্যে পদ্মায় মাথা তুলে দাঁড়াবে দেশের বৃহত্তম ৬ দশমিক ১৫ কি.মি. দৈর্ঘ্য এই স্বপ্নসেতু। আরো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়ায়, পদ্মাসেতু প্রকল্পের ব্যয় বেড়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা। এই অঙ্ক নিয়ে পদ্মাসেতু প্রকল্পের মোট নির্মাণ ব্যয় বেড়ে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা হলো। পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ প্রসঙ্গে বলেন, পদ্মাসেতুর জন্য এক হাজার ৪০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেতু পয়েন্টের এবার মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ের মাওয়া ও এর আশপাশে সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, পদ্মাসেতু নিয়ে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। কোথাও চলছে রাস্তা নির্মাণের তোড়জোড়, ইতোমধ্যে ৮ লেনের নির্মাণ কাজ শেষ প্রায়। কোথাও মাটি পরীক্ষার কাজ, কোথাও আবার চলছে নদীর ওপর প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ। আবার কোথাও বসানো হচ্ছে পাইল বিরাটাকার ওয়ার্কশপ। তীর থেকে বিশাল বিশাল ক্রেনের সাহায্যে মালপত্র ওঠানোর কাজ চলছে জাহাজে জাহাজে। ২০০১ সলে ৪ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়া পদ্মাপারে মৎস্য আড়তের কাছে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কিন্তু পরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে সরকার বদলের পাশাপাশি সেতু প্রকল্পের কাজও থেমে যায়। চারদলীয় সরকারের পাঁচ বছর এবং এক-এগারোয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রকল্পের কাজ তেমন এগোয়নি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার গঠনের পর আবারও পদ্মাসেতু নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়। জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়। চুক্তি হয় বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও জাইকাসহ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিন্তু দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে মাঝপথে বিশ্বব্যাংক প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সাময়িক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মাসেতু বানানো হবে। সেই ঘোষণামতে শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ। মোট ৪২টি পিলারের ওপর ৬ দশমিক ১৫ কি.মি. দৈর্ঘ্যের পদ্মাসেতু নির্মিত হচ্ছে। ১৫০ মিটার পর পর বসানো হচ্ছে পিলার। এ ছাড়া দেড় কি.মি. করে উভয় পাড়ে তিন কি.মি. সংযোগ সেতুর জন্য আরো ২৪টি পিলার বসানো হচ্ছে। মোট ৬৬টি পিলারের উপর হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু। প্রমত্ত পদ্মা এখন অনেকটা শান্ত, তাই নদীতে ভাসমান বড় বড় ক্রেন কাজ করে চলছে দিবানিশি। স্বপ্নের পদ্মাসেতু বাস্তবায়নের জোর গতি দেখে এই অঞ্চলের মানুষও খুব খুশি। দেশবাসী অধীর অপেক্ষায় আছে পদ্মাসেতু সমাপ্তির আশায়।

জরুরি বাঁধ তৈরির কাজ শেষ

প্রায় ছয় বছর আগে মাওয়ায় পুরনো ফেরিঘাটের ১ নম্বর ঘাটে হঠাৎ ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। ঘাটের স্থাপনাসহ কিছু

দোকানঘর দেবে যায়। এ সময় সাতজন পদ্মায় নিখোঁজ হয়। তিন-চার বছর আগে ফের ব্যাপক ভাঙন দেখা দিলে ১ নম্বর ঘাটসহ মাওয়া ২ ও ৩ নম্বর ঘাট পদ্মায় বিলীন হয়ে যায়। পদ্মাসেতু শুরুর পয়েন্টটি বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আপৎকালীন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় সরকার। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাঁধ নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে গাইড বাঁধ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন সেই বাঁধ ঠিকঠাক করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পেজিট ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগিডিয়ার জেনারেল শাহ নূর জিলানী (পিএসসি) জানান, সেতু এলাকায় মাওয়ায় ব্যাপক ভাঙন ঠেকাতে জরুরি আপাৎকালীন প্রতিরক্ষা বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে। তীর থেকে নদীর দিকে প্রায় ১৩০ মিটার পর্যন্ত ধাপে ধাপে বালুর বস্তা ফেলে নদীর তলদেশ সমান করে ভাঙন রক্ষার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। নদীর তলদেশে জরিপ করে দেখা গেছে, গত বর্ষায় এ কাজের কোন ক্ষতিই হয় নাই। ফলে আপাৎকালীন বাঁধটি আপাতত নিরাপদ বলা যায়। মাওয়া ঘাটকে শিমুলিয়ায় স্থানান্তরের দুই কি.মি. নতুন রাস্তার কাজও সেনাবাহিনী সফলভাবে সম্পন্ন করেছে বহু আগেই। সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পেজিট ব্রিগেড ২০ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান পদ্মা সেতুর সব ধরনের নিরাপত্তার কাজ তদারকি করছে। পদ্মাসেতুর প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন) শরিফুল ইসলাম জানান, চীনের সিনো হাইড্রো করপোরেশন লিমিটেড কোম্পানি পদ্মাসেতুর নদীশাসন কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় আট হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নদীশাসনের এ প্রকল্পে মাওয়া প্রান্ত প্রায় দুই কি.মি. ও জাজিরা প্রান্তে প্রায় ১২ কি.মি. নদীশাসনের কাজ চলছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড মাওয়া প্রান্তে আরো চার থেকে ছয় কি.মি. নদীশাসনের কাজ করছে বলে জানা গেছে।

মাওয়া ঘাট শিমুলিয়ায় স্থানান্তর

পদ্মাসেতুর কাজের সুবিধার্থে মাওয়া ঘাটকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় দুই কি.মি. দূরে কুমারভোগের শিমুলিয়ায়। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ ঘাটের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দুই কি.মি. রাস্তা তৈরি হয়েছে নতুন করে। পদ্মাসেতু সম্পর্কে সাবেক হুইপ অধ্যাপক সাগুপ্ততা ইয়াসমিন এমিলি বলেছেন, আমরা আসম্ভব আনন্দিত। সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন পদ্মাসেতুর বাস্তবরূপ দিয়ে যাচ্ছেন। পদ্মাসেতুর মতো এত বড় এ প্রকল্পে আমার এলাকার জনগণ নিঃশব্দে জমি ছেড়ে দিয়েছেন যেখানেই সমস্যা হয়েছে, সেখানেই উপস্থিত হয়ে জনগণের মাথায় হাত দিয়ে বুঝিয়েছি। জনগণ বুঝতে পারে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শেখ হাসিনার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের জমি ছেড়ে দিয়েছে। এ এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ বৃহৎ স্বার্থে কাজ করছে। জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, কথাশিল্পী-ইমদাদুল হক মিলনের বাড়ী মাওয়ার কাছে মেদিনীমণ্ডলে। তাঁরা নিজে ও তাদের পরিবারের লোকজন জমি দিয়েছেন পদ্মাসেতুর জন্য। পুনর্বাসন কেন্দ্র করতে গিয়ে যেখানে কোনো সমস্যা মনে করেছি, আমি তাদের পরামর্শ দিয়ে কাজ করছি। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। মূল সেতু হয়ে গেলে দেশের জিডিপিও বৃদ্ধি পাবে। লৌজং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ওসমান গনি তালুকদার বলেন, কোনো চক্রান্তেই পদ্মাসেতুর কাজ আটকাতে পারেনি। সেতুর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ অঞ্চলের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

নদীশাসন ও সেতুর মূল কাঠামোর কাজ করছে চীনা প্রতিষ্ঠান

দেশের সবচেয়ে বড় এ অবকাঠামো নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছে চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানকে। আর পরামর্শক হিসাবে কাজ করছে একটি কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ, চীন মৈত্রী সেতুসহ এ দেশে অনেক সেতু তৈরি করেছে চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই পদ্মাসেতুর কাজ ও দেওয়া হয়েছে চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডকে। চীনের অন্য প্রতিষ্ঠান সিনোহাইড্রো করপোরেশন পেয়েছে নদীশাসনের কাজ। ২১ হাজার কোটি টাকার কাজ করবে এই দুই চীনা প্রতিষ্ঠান। চীনের এ দুই প্রতিষ্ঠান বহুল আলোচিত দুই উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত। চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ চার লেন প্রকল্পের চারটি অংশের মধ্যে একটি অংশের কাজ করছে। সিনোহাইড্রো কাজ করছে ঢাকা, চট্টগ্রাম চার লেন প্রকল্পের ১০টি অংশের মধ্যে সাতটিতে। মূল সেতুর পাইল নির্মাণ কাজ চলছে জার্মানি ও চীনে। জার্মানির এমইসিএইচ কোম্পানির কারখানায় চলছে স্টিল ফেব্রিকেশন ও পাইল নির্মাণের কাজ। চীনের ন্যাংটং কোম্পানিতেও তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া নদীশাসনের কাজ পাওয়া সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেডের মালামাল এসেছে চীন থেকে। সরকার এ জন্য ১২০০ কোটি টাকা দেবে। এর আগে সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি দেবে সিনোহাইড্রো। বাংলাদেশ সেতু বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ৬ দশমিক ১৫ কি.মি. দীর্ঘ দোতলা এ সেতু প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ১২ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে মূল সেতু নির্মাণে। নদীশাসনে ব্যয় হবে আট হাজার ৭০৮ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মাণ করা হবে অত্যাধুনিক স্টীল দিয়ে। বড় আকারের ৪২টি পিলারের ওপর ভর করে দাঁড়াবে সেতু। ১৫০ মিটার পর পর বসবে একেকটি পিলার। দোতলা সেতুর ওপরতলাটি ব্যবহৃত হবে সড়ক পরিবহন কাজে। আর নিচতলা দিয়ে চলবে ট্রেন। নির্মাণকাজ শেষে ২০১৯ সাল নাগাদ সেতুটি চালু হবে বলে মনে করছেন প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। পদ্মাসেতু প্রকল্পের পরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, যোগ্য বিবেচিত দুটি চীনা কোম্পানি দ্রুত কাজ শেষ করার লক্ষ্যে দিনরাত অবিরাম কাজ করছে। আমাদের দেশে এ ধরনের বড় প্রকল্প দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কারণে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রাথমিক প্রকল্প ব্যয়

ছয়টি অংশে ভাগ করা হয়েছে পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন। এর মধ্যে মূল সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে সবচেয়ে বেশি ১২ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা। নদীশাসনের কাজে ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার ৭০৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া পরামর্শক (সেনাবাহিনী ও কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে) ব্যয় ৫৩৭ কোটি, জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণে এক হাজার ৯৭ কোটি টাকা, মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণে ১৯৩ কোটি টাকা এবং দুইটি সার্ভিস এলাকা নির্মাণে ২০৯ কোটি টাকা ব্যয়। জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনে ব্যয় হবে প্রায় এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ব্যয় প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। তবে প্রকল্প এলাকায় নদীভাঙন রোধসহ আরো কিছু ছোট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো বাস্তবায়িত হলে এ ব্যয় ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

মূল কাজে চায়না

মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের মধ্যে মূল সেতু হবে ৬ দশমিক ১৫ কি.মি. দীর্ঘ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য মাওয়া ও জাজিরায় চলছে বিরামহীন কর্মযজ্ঞ। মূল সেতুর ৪২টি বড় পিলার ছাড়াও দুই তীরে দেড় কি.মি. করে তিন কি.মি. সংযোগ সেতুর জন্য আরো ২৪টি পিলার তৈরির কাজ চলছে। চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, চীনের ন্যাংটংয়ের স্টিল কাটার ফেব্রিকেশন ওয়ার্কশপে ৯০ মিটার করে পাইল তৈরি করা হচ্ছে। চায়না মেজর ব্রিজের কান্ট্রিপ্রধান রেম জানান, মূল সেতু নির্মাণে চীন ও বাংলাদেশের প্রায় চার হাজার শ্রমিক কাজ করছে। তাদের মধ্যে চীনের প্রায় ৫০০ নাগরিক রয়েছে। দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করতে মাওয়া ঘাট অগেই দেড় কি.মি. পশ্চিমে কুমারভোগের শিমুলিয়া বাজারের কাছে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঘাট স্থানান্তরের জন্য দুই কি.মি. নতুন রাস্তাও নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

নদীশাসন এর কাজ করছে সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন

নদীশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোহাইড্রো কর্পোরেশনকে। এ কাজে ব্যয় হচ্ছে আট হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এ জন্য সেতু বিভাগের সঙ্গে চীনা প্রতিষ্ঠানটির চুক্তি সই হয়েছে ১০ নভেম্বর ২০১৪ সালে। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে ১৯ জুন ২০১৪ নদীশাসনের জন্য চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন, দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই ও বেলজিয়ামের জানদিনাল কোম্পানি চূড়ান্ত দরপত্র জমা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব করেছে সিনোহাইড্রো। নদীশাসনে সিনোহাইড্রো প্রাথমিকভাবে প্রস্তাব করে ৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। তবে শেষ মুহূর্তে ৫.৬ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেয় চীনা প্রতিষ্ঠানটি। ফলে সিনোহাইড্রোর চূড়ান্ত প্রস্তাব দাঁড়ায় আট হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা। হুন্দাই ও জানদিনাল প্রস্তাব করে যথাক্রমে ১২ হাজার ১১২ কোটি ও ১২ হাজার ২২৩ কোটি টাকা। প্রায় তিন হাজার ৩০০ কোটি টাকা কম দর প্রস্তাব করে সিনোহাইড্রো। পদ্মাসেতুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ক্ষতিপূরণ প্রদানের শেষ পর্যায়ের কাজ। সেতু বিভাগের একাধিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাড়ে ১৩ কি.মি. এলাকায় নদীশাসনের কাজ করা হবে। এর মধ্যে জাজিরা শিবচরের অংশে প্রায় ১২ কি.মি. এবং মাওয়া অংশে প্রায় দেড় কি.মি.। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে শিবচর অংশে ২৯১ দশমিক ৩১ হেক্টর, জাজিরায় ১৩১ দশমিক ২ হেক্টর এবং মাওয়া অংশে ৮০ দশমিক ৩৮ হেক্টর জমি দুই দফায় অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

পরামর্শক কোরিয়ার

মূল সেতু ও নদীশাসনের কাজে পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে। কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব বিবেচনায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। এতে করে ১০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। কারিগরিভাবে যোগ্য বিবেচিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লুইস বার্জার গ্রুপ ইনকর্পোরেশন, ফ্রান্সের ইগিস ইন্টারন্যাশনাল, দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন ও ভারতের ইন্টারন্যাশনাল কনসালট্যান্টস অ্যান্ড টেকনোক্র্যাটস প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৪ সলের জানুয়ারিতে চূড়ান্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব মিলিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পায় কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে।

দ্রুত হলো সংযোগ সড়ক

এক হাজার ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ সংযোগ সড়কের কাজ করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান আব্দুল মোনেম লিমিটেড। সহযোগিতা করছে মালয়েশিয়ান প্রতিষ্ঠান এইচসিএম জেবি। কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর। কাজ শেষ হওয়ার কথা ৩৬ মাসের মধ্যে ইতোমধ্যে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাওয়া সংযোগ সড়কে ব্যয় হয়েছে ২৬০ কোটি টাকা। কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি। এ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭১ শতাংশ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বেশির ভাগ অংশে মাটির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সার্ভিস এরিয়া- ২ এ ব্যয় হয়েছে ২৮৬ কোটি টাকা। ২০১৩ এর ১২ জানুয়ারি কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে এ কাজ শেষ হয়েছে।

সিএসসি সেনাবাহিনী

দুই সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালট্যান্ট (সিএসসি) হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন পশ্চিম (ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বিআরটিসি, বুয়েট)। সিএসসি নিয়োগে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০১৩ সলের ১৩ অক্টোবর।

ভিত্তি হয়েছিল ১৮ বছর আগে

পদ্মাসেতুর স্বপ্ন বহুদিন ধরেই দেখছে দেশবাসী। এ সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমের ২১ জেলায় তিন-চার ঘন্টা কম সময়ে যাতায়াত করা সম্ভব হবে। স্থাপিত হবে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ। রেল সংযোগও স্থাপিত হবে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৯৮ সালে পদ্মাসেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ওই মেয়াদেই ২০০১ সালের ৪ জুলাই প্রকল্পের মাওয়া অংশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আট বছরের ব্যবধানে শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে ২০০৯ সালে। আবারও ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ঋণ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু বিশ্বব্যাংক মিথ্যা দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সেই সেই ঋণ চুক্তি বাতিল করে। এ অবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে প্রকল্পটি। অবশেষে বিশ্বব্যাংককে বাদ দিয়েই নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার দেশরত্ন শেখ হাসিনা। দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের কাজ শেষ করে মূল সেতুর কাজ ইতোমধ্যে ৭১ ভাগ শেষ হয়েছে। এখন কেবল অপেক্ষার পালা। আমরা সেই সুর্বণ দিনের সোনালী ভোরের অপেক্ষায় আছি।

পদ্মাসেতু জাদুঘর

বিশ্বের ২য় বৃহত্তম খরস্রোতা নদী পদ্মার বুকে জেগে উঠছে দেশের বৃহত্তম সেতু। নদী ভাঙ্গন রোধে নদী শাসনের নানা কর্মযজ্ঞ চলছে। বিশাল পদ্মাসেতুর প্রভাবে পরিবেশ প্রকৃতির যেন ক্ষতি না হয় সেদিক বিবেচনা করে এ প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'পদ্মাসেতু জাদুঘর' গড়ে তোলা হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে দোগাছি পদ্মাসেতু সার্ভিস এরিয়ায় 'পদ্মাসেতু জাদুঘর' অবস্থিত। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় এ জাদুঘরের সংগ্রহশালার কাজ। বিভিন্ন প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদের নানা দুর্লভ নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছে। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা আছে পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রাণীবৈচিত্র্য সংগ্রহ গড়ে তোলা। ইতোমধ্যে প্রায় একহাজার আটশত প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষাক্ত পদ্মগোখরা সাপ, নানা রকমের ব্যাঙ, জাদুঘরে ঢুকতেই চোখে পড়বে অনেক গুলো বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আক্রমাণাত্বক ভঙ্গিতে যেন ছোবল মারছে। বোঝার উপায় নাই সাপগুলো মমি করে রাখা। কাচের বাক্স ও অ্যাকুরিয়ামের ভেতর রাখা আছে। চিতাবাঘ, ভোঁদড়, বনবিড়াল, বেজি, শুশুক এরকমের নানা প্রাণী। পদ্মানদীতে জেলেদের ব্যবহৃত জাল, নৌকা ও বাংলাদেশের লোকজীবনে ব্যবহৃত নানারকম কারুশিল্পও রয়েছে জাদুঘরের সংগ্রহে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাদুঘরটির সংগ্রহ বাড়ানো এবং তা সংরক্ষণের দিকেই বেশি মনোযোগী কিউরেটরসহ জাদুঘরটির মাঠকর্মীগণ। পদ্মানদীর অববাহিকায় কোথাও কোনা প্রাণী মারা যাওয়ার খবর পেলেই তা সংগ্রহের জন্য ছুটে যান তাঁরা। প্রক্রিয়াজাত শেষে সেটিকে জাদুঘরে এমনভাবে স্থাপন করেন যেন এটি মৃত জীব নয় প্রাণময় জীবন্ত প্রাণী। জাদুঘরে বর্তমানে ১৩ জন মাঠকর্মী কাজ করছেন। এছাড়া পরামর্শক হিসাবে আছেন আরো ১৩ জন। এদের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক। মূলত তাঁদের নির্দেশনায় ও তদারকীতে চলছে জাদুঘর প্রকল্পের সামগ্রীক কর্মযজ্ঞ। পদ্মাসেতু জাদুঘরের বর্তমান কিউরেটর ড. আনন্দকুমার দাস আলাপকালে জানান, 'পদ্মা নদীর অববাহিকায় বিচিত্র সব প্রাণীর সংগ্রহশালা গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করার তাগিদ থেকেই এ জাদুঘর গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া আগামী প্রজন্মের কাছে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরাই জাদুঘরের অন্যতম উদ্দেশ্য'। এখানে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, কচ্ছপ, হরিণ, ইদুর, শিয়াল, সামুদ্রিক পোকামাকড়, নানারকম প্রজাপতি, মাছসহ নানা প্রাণীর সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া মাছ ধরার নানা রকম জাল, বহুরকমের ডিঙি নৌকার নমুনা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। 'পদ্মাসেতু জাদুঘর' কেবল পদ্মাসেতু অববাহিকার প্রাণবৈচিত্র্য নয় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাণী জাদুঘরে পরিণত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পদ্মাসেতুর মতো এ জাদুঘরটিও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আমরা মনে করি। ■

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের স্মৃতিকথা

প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা

১৯৬৮ সালে শেষের দিকে ভর্তি হয়েছিলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। যথারীতি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হই। মেধা তালিকায় মাঝামাঝি ছিলাম। সোহরাওয়ার্দী হল দক্ষিণ, ৪০২নং কক্ষের বাসিন্দা ছিলাম। অন্য তিনজন রুমমেট ও ক্লাসমেট হলো, মো. ইকবাল, মুরাদুজ্জামান ও মো. নীজাম উদ্দিন।

আমাদের হল ছিল আলো বাতাসে ভরা, দক্ষিণ দিকে খোলা মাঠ। এখনকার মতো এত হল ও দালান কোঠা ছিল না। এলাকায় ছিল গাছ পালায় ভরা, বাগান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোড়ানো। হল ছিল ৫টা সোহরাওয়ার্দী হল, শেরে-বাংলা হল, তিতুমীর হল, আহসান-উল্লাহ হল ও নজরুল ইসলাম হল। আমরা উপাচার্য হিসাবে প্রথম পাই ড. রশিদকে ও পরে ড. নাসিরকে।

'৫২ ভাষা আন্দোলন; ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন; ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আস্তে-আস্তে দানা বাঁধে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি এবং, আইয়ুব শাহীর পতনে ৬ দফা ও ছাত্র সমাজর ১১ দফা আন্দোলন সংগ্রামে অন্যন্য প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের সাথে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ভূমিকা এখানে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

ঐ সময়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ (মতিয়া ও মেনন) অত্যান্ত শক্তিশালী ছিল। ছাত্রলীগ অপেক্ষাকৃত দূর্বল ছিল। মো. ইসহাক ভাই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমরা ৬৮' সনের শেষের দিকে যখন ভর্তি হই তখন আমরা প্রাক্তনদের মধ্যে ইসহাক ভাই এবং মোহাম্মদ আলী ভাই দু'জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হলে ছাত্রলীগকে সংগঠিত করতে দেখেছি।

ইসহাক ভাই শক্ত সামর্থক শরীরের অধিকারী ছিলেন, কথাবার্তায় গাঢ় গম্ভীর ও আস্থার ছোঁয়া এবং পরবর্তীতে ইসহাক ভাই মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত ছিলেন। ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও ২৫ মার্চ পূর্ববর্তী অগ্নিঝরা দিনগুলোতে আন্দোলন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যে সব সদস্যের নাম উল্ল্যেখ করা যায়। তারা হলেন, মো. ইসহাক ভাই, মোহাম্মদ আলী ভাই লে. কর্নেল (অব.) নূর নবী খাঁন বীর বিক্রম, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ভাই, ফজলুল আকবর ভাই, হাসানুল হক ইনু ভাই, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ভাই, এস.এম খাবিরুজ্জমান, ইউসুফ সালাউদ্দিন, আব্দুল্লাহ সানী, ফরহাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল কাসেম, আজাদ, নজরুল, রেজাউল করিম, রফিক, মোজাম্মেল হক, আকমল, তোবারক রহমান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবীর, কামরুল, নীখিল, সিরাজী ভাই ও মো. নূরুল হুদা প্রমুখ। ৬৮ সালে আয়ুব খান ও মুসলিম লীগ উনিশ দশক পালন শুরু করে এবং শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নির্মুল করার লক্ষ্যে জুন মাসে আগরতলায় ষড়যন্ত্রমূলক মামলা শুরু করে এবং আয়ুব খানের এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলাও শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। উন্নয়ন দশকের প্রচারে উন্নয়ন বৈষম্য আরো বেশি করে ধরা পড়ে, ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী যত প্রকাশ হতে থাকে, শেখ মুজিবুর রহমান তত বেশি জনপ্রিয় হতে থাকেন।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মুক্তির আকাঙ্খা আরো বেশি দানা বাঁধতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শেখ মুজিবের ৬ দফা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়, ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহম্মেদ-এর সভাপতিত্বে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল করা এবং শেখ মুজিবকে মুক্ত করা। আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১দফা আন্দোলন এগিয়ে নিতে থাকি। ১৭ জানুয়ারি থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে তা শক্তিশালী হচ্ছিল, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গাসহ আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছিল। ২০ তারিখ আসাদ শহীদ হয়, ২৪ তারিখ মতিউর শহীদ হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে-বাংলা হলের ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হয়। এভাবে আন্দোলন ধীরে ধীরে আরো গতিশীল হয়।

৬৯ সালে রাজপথের স্লোগান ছিল-
জেলের তালা ভাঙবো-শেখ মুজিবকে আনবো
গোলটেবিল না রাজপথ-রাজপথ-রাজপথ!
জাগো জাগো- বাঙালি জাগো
তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
রাজবন্দীদের মুক্তি চাই-নইলে এবার রক্ষা নাই
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা-মানিনা, মানবোনা
১১ দফায় সংগ্রাম- চলছে ...চলবে
৬ দফায় সংগ্রাম চলছে চলবে
জয় বাংলা - জয় বাংলা

জয় বাংলা স্লোগান ৬৯-এর আন্দোলনের সময় প্রথম উচ্চারিত হয়। এই স্লোগানই মুক্তিযুদ্ধের মূল স্লোগানে পরিণত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সব মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুকে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) কারাগারে হত্যার ফলে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কর্নেল (অব.) নূরনবী ভাই তখন ইউকসুর সহ-সভাপতি, তার নেতৃত্বে সার্জেন্ট জহুরকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসাবে আজিমপুরে সমাহিত করা হয়। সে দিনের শোক মিছিল ছিল ঐতিহাসিক। ১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোহাকে হত্যার পর আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কার্ফু জারি করা হয়, ছাত্র জনতা কার্ফু ভেঙে রাস্তায় নামে। ছাত্র জনতার সঙ্গে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের সকল ছাত্র জনতা স্বতস্ফূর্ত ভাবে মিছিলে যোগ দেয়। গোলাগুলিতে অনেক লোক হতাহত হয়। ২২ তারিখে শেখ মুজিবকে আয়ুব খান নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে। বুয়েট থেকে আমরা এক বিশাল মিছিল নিয়ে ঐ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেই। সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-এর পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাদিতে ভূষিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৯ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য পাকিস্তান যান এবং ১৩ মার্চ ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসেন। ২৫ মার্চ আয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। ৬ দফা ও ১১ দফার সংগ্রাম এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে মতভেদ দেখা দেওয়ায় ছাত্রলীগ এককভাবে আন্দোলনে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১২ জানুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে জনাব তোফায়েল আহমেদ-এর সভাপতিত্বে এক সভায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হয়। অনুরূপভাবে জেলায় জেলায় জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এ দিকে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে এবং স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গণতান্ত্রিকভাবে বাংলার স্বাধীকার অর্জন সম্ভবপর হবে না।

৭০ এর ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশে ছাত্রলীগের সদস্যরা সারা বাংলাদেশে জয় লাভের জন্য সর্বাত্মকভাবে কাজ করে। বুয়েট ছাত্রলীগের সদস্যরাও নির্বাচনী প্রচারনায় সারা দেশে কাজ করে। আমরা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকায় কাজ করি। সারা দেশে নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীকার সংগ্রামে নেতৃত্বদানের একক ম্যান্ডেট অর্জন করেন।

০১ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। তখন পরিস্থিতি পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও জনতা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো শহর গ্রাম সর্বত্র বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ০১ মার্চ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় ৪ নেতা হলেন ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, শাহাজান সিরাজ, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক, আবদুল কুদ্দুস মাখন। ০২ মার্চ বটতলায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত সভায় বুয়েট থেকে এক বিশাল মিছিল সহকারে আমরা সেখানে যোগ দেই। ০৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইসতেহার ঘোষণা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ০২ মার্চ বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত উত্তোলিত পতাকাকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা এবং আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি..... জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমরা যা বলার ৭ তারিখে বলবো।" স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ডাক দিলেন তিনি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণে বলেন- "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি .....প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল" এভাবে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘোষণা করেছিলেন- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জাতি এভাবেই অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। জাতির এই

লৌহ কঠিন ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতির কারণেই তখনকার সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বাঙালি বীর সন্তানেরা, এমনকি সুদূর তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র জনগণের অন্তর-আত্মার প্রস্তুতি অনুভব করেই পাকিস্তান সেনাবহিনী থেকে বিদ্রোহ করায় নৈতিক শক্তি পেয়েছে।

৭১ এর মার্চ এর অগ্নিঝরা দিন গুলোতে আমরা রাত ১০.০০ টার পরে ডাকসু অফিসে বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। কালিগঞ্জের সুলতান উদ্দিন সাহেব বিমান বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা, আমাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা ঐ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। বুয়েট ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে জনাব হাসানুল হক ইনু, জনাব শরীফ নূরুল আম্বিয়া, ইউসুফ সালাউদ্দিন, নীখিল, আব্দুল্লাহ সানী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির, রেজাউল করিম ও আমিসহ আরো অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমাদের মনের মধ্যে তখন একটি প্রেরণাই কাজ করত, যুদ্ধ করব, দেশ স্বাধীন করব।

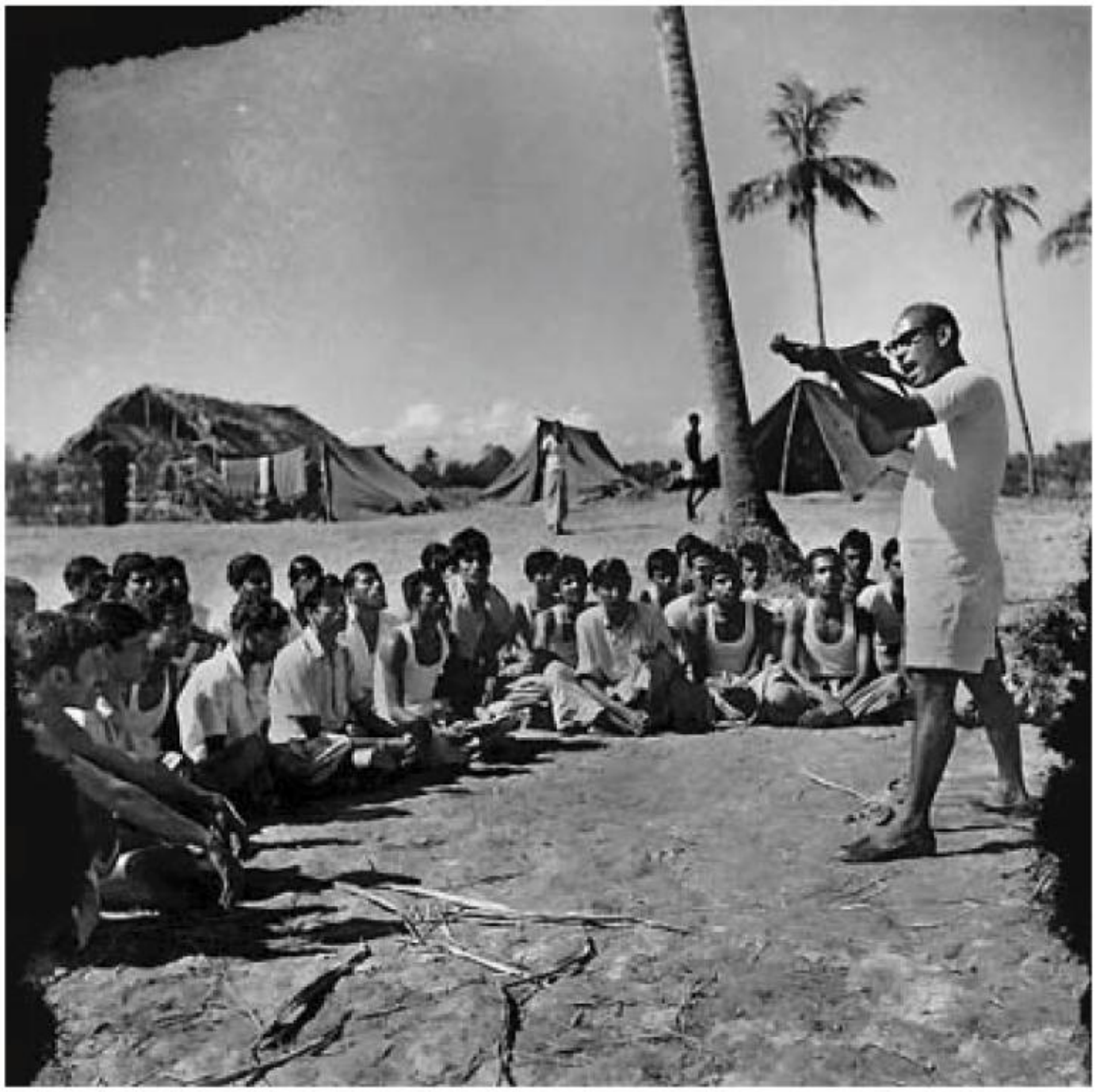

অগ্নিঝরা মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ২৬ মার্চ যতই ঘনিয়ে আসছিল, ততই তখনকার জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার ছাত্র জনতার অদম্য এবং সাহসিক প্রত্যয় স্বাধীনতার জন্য শেষ লড়াই সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসের পরিবর্তে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয় এবং সারা দেশের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। ছাত্ররা ভোরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ছাদে, হাইকোর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উড়িয়ে দেয়। দুপুরে আমরা জয় বাংলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে দেই।

২৫ মার্চ পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী শতাব্দীর নৃশংসতম গণহত্যা শুরু করলে, অনেকের মতো আমিও গ্রামে চলে যাই। ফেনীর তৎকালীন এম. এন. এ. মরহুম খাজা আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করি। কিছুদিন দাগন ভূঞার আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সদস্যদের দিয়ে গ্রামে গ্রামে ছাত্র জনতাকে সংগঠিত করার কাজ করি। মোহাম্মদ হোসেন মাস্টার, আবুল কালাম মাস্টার, মাওলানা তাহের এদের অন্যতম। পরে বিলানীয়া আগরতলা হয়ে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কোলকাতায় পৌছলাম। কলকাতা গিয়ে জানলাম বিএলএফ হাই কমান্ড গঠিত হয়েছে, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খাঁন ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে। বিএলএফ-এর আলাদা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর একদিন শিলিগুড়ি, পাংগা, দেরাদূর্ন হয়ে তান্দুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করি। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি দীর্ঘ অথচ ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসল। সংগ্রামের ধারাবাহিকতা স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা এবং চূড়ান্ত লড়াই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে কত মানুষের অপরিসীম ত্যাগ অসম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। স্বাধীনতার স্বপ্নগুলো আজও বাস্তবায়িত হয়নি। দেশের উন্নয়নের জন্য যেমন গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দেশ প্রেমিক পেশাজীবিদের একনিষ্ঠ সেবা। যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ গড়তে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের প্রকৌশলীরা যে উদ্যোগী ভূমিকা রেখে ছিলেন আসুন আজ আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে প্রত্যয়ী হই। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আমাদের মেধা ও মননের সর্বোত্তম প্রয়োগই হবে এ পথের অন্যতম পাথেয়। ■

স্মরণ: শহীদ রুমি 'কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না, চায় রক্তস্নাত শহীদ'...

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ

মাত্র আঠারো বছরের টকবগে যুবক। শিরা-উপশিরায় বহমান রক্তে তারুণ্যের তুমুল উন্মাদনা। তুখোড় মেধাবী। ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে সবে ভর্তি হয়েছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস শুরু হবে এপ্রিলে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অ্যাডমিশন হয়ে গেছে আমেরিকার ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। ২ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সাপ্তাহে। চোখে মুখে দৃপ্ত আকাঙ্খা একজন প্রকৌশলী হওয়ার। মা-বাবার প্রাণে সে আশা আরো তীব্রতর হয়। আরও স্রোতস্বিনী হয়ে উঠে কিন্তু বাদ সাধে দেশ-জাতি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রি সব লন্ডভন্ড করে দেয়। তারপর অন্য ইতিহাস। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা চাই, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে চাই, লাল-সবুজে ঘেরা একটি পতাকার নিচে দাঁড়াতে চাই। প্রকৌশলী হওয়ার চিন্তা পড়ে থাকে পিছনে। স্নেহময়ী মায়ের হাজারো বাধার মুখে যুক্তির জালে মাকে পরাস্ত করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য একটি সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা পথে অগ্রসর হয় যে তরুণ সেই তো রুমি। শহীদ মাতা জাহানারা ইমামের বিশাল হৃদয়ের এক বিশাল অংশ।

স্নেহময়ী মায়ের কাচ থেকে ছাড়পত্র আদায় করতে সে আশ্রয় নেয় যুক্তির। তাই তো তাকে বলতে শুনি, 'আম্মা' দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকা পাঠিয়ে দাও, আমি হয়ত যাব শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব, কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা? মা আর পারেননি। তাই বলতে হয়, 'না, তা-চাইনে। ঠিক আছে তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্যে কোরবানি করে। যা তুই যুদ্ধেই যা'। মা নিজেই ছেলের যুদ্ধে যাবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেন, নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ছেলেকে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দেন সীমান্তের ওপর যাত্রায় অংশ নেয়ার জন্যে। এই মুহূর্তটি যে কী বেদনার! একজন মা দেশের বর্ণনাতীত কল্পনাতীত বিভীষিকার মধ্যে তাঁর সন্তান রুমিকে নামিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। বুঝতে পারি তার হৃদয়ের, তার আত্মার অংশও ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে পথে। রুমির ঠিকানা আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। সেক্টর নাম্বার দুই। খালেদ মোশাররফ ওখানে সেক্টর কমান্ডার। রুমি এখানে গোরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। ট্রেনিং শেষে যুদ্ধক্ষেত্র আবার ঢাকা। কাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে অপারেশন।

রুমির সাথে আরো আছে আলম, বদি, কাজী, স্বপন, সেলিম, মুক্তি, হ্যারিস আর জাহির। শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি, পারিকল্পনা তৈরি আর সেই মতো অপারেশন। উদ্দেশ্য পাকিস্তানি হানাদারদের পরাস্ত করা। অধিকাংশ সময়েই তাদের 'ডেস্টিনেশন-আননোন, টার্গেট-মোবাইল।' সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের কথা 'কোনো স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না' চায় রক্তস্নাত শহীদ, ছিল রুমির আদর্শ। রুমি নিজের আত্মবিশ্বাস আর রক্ত-মাংসের সবটুকু নিয়েই ছিল একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। রুমি দেশকে ভালোবাসতো মায়ের মতো। যুদ্ধযাত্রার সময় রুমি তার ব্যাগে নিয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দের কবিতার বই। রুমি মার্কস-এঙ্গেলস পড়তো। চে গুয়েভারা রুমির প্রিয় ব্যক্তিত্ব। রুমির চরিত্রের দ্যুতি আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায় একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে। আমাদের চৈতন্যবোধ মিশে যায় রুমির অস্তিত্বের সাথে। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন দেশের মানুষ নেমে আসে উন্মুক্ত প্রান্তরে। লাল-সবুজে ঘেরা পতাকা হাতে ফিরে আসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা। রুমি আর ফিরে আসে না। রুমির মতো এই বাংলায় হাজার রুমি আর ফিরে আসে না, ফিরে আসবে না কোনো দিন...। বুকের গভীরে ঝড় তোলে সেই অনির্বাণ কথামালা– 'কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহীদ...।'

তথ্যঋণ: 'একাত্তরের দিনগুলি'- জাহানারা ইমাম

প্রসঙ্গ পেশাজীবী সংগঠন দায়বদ্ধতার আলোকে

প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্

মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমান। মহান বিজয় দিবসে- বিজয়ীর বেশে চলে গেলেন না ফেরার দেশে- তাঁর অকাল প্রয়াণ আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। মরহুমের বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পুরনো লেখাটি আবার ছাপা হলো। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ডেস্ক।

রাষ্ট্র জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ও অনুমোদিত রাজনৈতিক সংগঠন বা দল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলসমূহের জোট জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নির্বাচনের আগে নির্বাচন প্রার্থী দল বা জোট জনগণের সামনে তাদের কর্মসূচি উপস্থাপন করে, যাকে আমরা নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বলি। নতুন মেয়াদে নির্বাচিত একটি সরকার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মূলত নির্ভর করে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর, সে কারণে জনপ্রশাসন ও মন্ত্রণালয় সমূহের শীর্ষ পদে 'বিশ্বস্ত লোক' খোঁজার মধ্যে কোনো 'অস্বাভাবিকতা' খোঁজা যেমন উচিত নয়, তেমনি নিজেদের লোক খোঁজার নামে সঙ্কীর্ণতা ও বাড়াবাড়ির নাম কী, তা আমরা জানি। তবে বর্তমান নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই; আমরা কেবল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের জনবান্ধব এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পেশাজীবী সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। আগেই বলা হয়েছে, সরকার তার ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে মূলত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরে নির্ভরশীল, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার নীরিক্ষে বলা হয়, সরকার মূলত আমলাতন্ত্রের ওপরে নির্ভরশীল, যে কারণে স্বাধীনতার চার দশকেও সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়ন কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। পেশাজীবী সংগঠনগুলো কর্তৃক নির্বাচিত সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরামর্শক, অনুঘটক এবং সহযোগীর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রটি এখানেই।

পেশাজীবী সংগঠনগুলো পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে পেশাজীবীদের নিজস্ব এবং সাংগঠনিক স্বকীয়তা সংরক্ষণ করা এবং সেটি করতে ব্যর্থ হবার কারণে কোনো কোনো পেশাজীবী সংগঠনের ভূমিকা ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ, এসব সংগঠন বর্তমানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়রন মর্যাদাশীল অবস্থান থেকে কেবল যে সহযোগীর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে তা নয়, ক্ষেত্র বিশেষ সচেতন বা অবচেতন ভাবে ক্ষমতাসীন দলের লেজুড় বৃত্তিতে মত্ত হচ্ছে এবং তা কেবল যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিগত লাভালাভের আশায় সেটি বলাই বাহুল্য কিন্তু এসব বিষয় আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ নয় এখানে, আমরা কেবল সামাজিক এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার আলোকে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা কি হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এখানে কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন এর প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হবে। বিস্তারিত অন্য কোনো সুযোগে। বাংলাদেশের প্রকৌশল পেশাজীবীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ৫৩তম কনভেনশন উপলক্ষে আমার এ লেখা। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ভিশন টুওয়ার্ডস রিজিওন্যাল কো-অপারেশন, অর্থাৎ আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি দৃষ্টিপাত। কনভেনশনের নানান আয়োজনের মধ্যে অন্যতম এবং সবার প্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে জাতীয় সেমিনার। জাতীয় সেমিনারে থেকে একটি মূল বিষয়বস্তু বা থিম। এবারের জাতীয় সেমিনারের থিম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার্স রোল ইন রিজিওনাল কোপারেশন, অর্থাৎ আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা। জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তুর ওপরে যে কেবল বিশিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দ প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তাই নয়, অন্যান্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীরাও এখানে শামিল হবেন।

এখানে এক ধরনের ব্রেন স্টর্মিং হবে, মতামত বিনিময় হবে এবং তারপর অবশ্যই একটি রিকমেনডেশন বা সুপারিশমালা গৃহীত হবে কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে? আমার বক্তব্যটি এখানেই। আইইবি'র সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী মাত্রই জানেন, প্রতি কনভেনশন বা সম্মেলন শেষে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পরে যে মূল্যবান সুপারিশমালা গৃহীত হয় তা কালেভদ্রে ক্ষমতাসীনদের চোখে পড়ে, বলতে গেলে চোখে পড়েই না। তা বলে এত আয়োজন, দেশবরেণ্য গুণী-জ্ঞানী, স্বপেশার উজ্জ্বল নক্ষত্র (যেমন অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বা অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম এসব শ্রদ্ধেয় জন) এদের মতামত, উপদেশ সুপারিশ সব কি বৃথা যাবে? আমরা যদি

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরে আয়োজিত সেমিনার থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান মতামত বা সুপারিশ নিদেনপক্ষে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কর্ণকুহরে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হই বা চেষ্টাও না করি তবে তা, আমাদের আয়োজন উদ্যোগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতেই পারে কিন্তু আমরা যদি জাতীয় সেমিনারের সুপারিশমালাটি সম্মেলনের অব্যবহিত পরে পূনঃপর্যালোচনা এবং পুনর্মূল্যায়ন করে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি তবে তা হবে আয়োজন-উদ্যোগের প্রতি আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণ এবং প্রকারান্তে দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রসূত দায়িত্ববোধের পরিচয়। শুধু কনভেনশন বা কনভেনশনের জাতীয় সেমিনারই নয় আইইবি এর বর্তমান কাঠামোগত অবস্থান থেকে আমাদের প্রচুর সুযোগ রয়েছে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মমত্ববোধে তাড়িত হয়ে অবদান রাখার। সে প্রসঙ্গে এখন আলোচনা করব। আমরা সবাই জানি, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ছাব্বিশ জন প্রকৌশলী আত্মহুতি দিয়েছেন, আমরা গর্ব করি বীর উত্তম খেতাবসহ রাষ্ট্রিয় খেতাবপ্রাপ্ত পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলীকে নিয়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অমূল্য অবদান রাখা ছাড়াও স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পূণর্গঠনে আমাদের প্রকৌশলীদের রয়েছে অনবদ্য ভূমিকা। দেশের ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন এই জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানটি অতীত গৌরবের ধারাবাহিকতায় উত্তোরোত্তর ভূমিকা রেখে চলবে এটা তো প্রকৌশলী সমাজের কাছে জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণে অবশ্যই আমাদেরকে কার্যকর এবং উদ্যমী ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের অতীত ভূমিকার ধারাবাহিকতা কোনো অবস্থাতেই ব্যহত হতে দেয়া যাবে না, এইটি আমাদের ভাবমূর্ত্তির স্বার্থে যেমন প্রয়োজন তেমনি জাতীয় স্বার্থেও জরুরি বিবেচ্য। বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক, পানি বণ্টন, ট্রানজিট, সিটমহল সমস্যা, এশিয়ান হাইওয়ে ইত্যাদি আলোচিত বিষয়। এইসব বিষয় নিয়ে সচেতন সব মহলে আলোচনা-সমালোচনা বির্তক হবে এটাই স্বাভাবিক। অস্পষ্টতা, গোপনীয়তা বা ধোঁয়াশা থেকে স্বার্থান্বেষী মহল যাতে কোনো ধরনের দলীয় (রাজনৈতিক শব্দটি এখনে সঠিক নয়) ফায়দা নিতে না পারে সেজন্য জনগণের সামনে বিতর্কিত, সমালোচিত বিষয়ে স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরা যেমন ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব, পাশাপাশি সচেতন নাগরিক, মিডিয়া এবং বিশেষ করে পেশাজীবী সংগঠনগুলো দায়িত্বও কম নয়। স্থানাভাবে আমরা এখানে একটি মাত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করব। সাধারণ্যে ধারণা যে ভারতের মনিপুরে প্রস্তাবিত টিপাই বাঁধ নির্মিত হলে তা হবে সিলেটসহ সন্নিহিত অঞ্চলের জন্য সামগ্রিকভাবে বিপর্যয়কর, সরকারের উপদেষ্টা এবং কর্তাব্যক্তিরাও পরিষ্কার করে বলছেন না যে, এটা কোনো ধরনের ক্ষতির কারণ হবে না; অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সকল দলসমূহ উচ্চস্বরে বলে চলেছেন গেল, গেল সব শেষ হয়ে গেল কিন্তু বিষয়টির ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনায় সামগ্রিক প্রেক্ষাপট আমাদের 'বোকা জনগণের' সামনে কোনো স্বচ্ছ চিত্র নেই। যে কারণে এখানে দলীয় স্বার্থ হাসিলের সুযোগ ধাকছে। সরকার না চাইলেও আমরা নৈতিক দায়বদ্ধতায় স্বাধীনভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এ বিষয়ে আমাদের লাইন অফ অ্যাকশন হতে পারে এমন টিপাইমুখ প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা। প্রকল্পটি কি ধরনের অর্থাৎ ইরিগেশন ড্যাম/ব্যারেজ অথবা কেবলমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। পরিবেশগত, আর্থসামাজিক, মানবিক প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা। প্রকল্প থেকে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো (লাভ এবং ক্ষতিসহ) চিহ্নিত করা সরকারের কাছে সুনিদিষ্ট সুপারিশসহ উপস্থাপন করা মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা।

এসব দায়িত্ব পালন কালে রাজনৈতিক, কুটনৈতিক বিষয়সমূহে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। সরকারেরও উচিত হবে জাতীয় স্বার্থে গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দেয়া। শুধু টিপাইমুখ বাঁধ প্রসঙ্গ নয় অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে যৌথ সমীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইইবিসহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলো সম্পূর্ন পেশাগত দৃষ্টিকোন থেকে জাতীয় স্বার্থে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করতে পারে। আমরা প্রায়শই জাতীয় ঐক্যের কথা বলি কিন্তু যে দেশ জনগণের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়দি নিয়েও নির্মম অপরাজনীতি হয় এবং হয়েই চলছে, সেদেশে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, জাতীয় ঐক্য, জাতীয় স্বার্থ ইত্যকার প্রসঙ্গ কেবল সুবচন মাত্র কিন্তু তাই বলে আমরা হতোদ্যম হব কেন। দেশটাতে কারো একার নয়। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজের মনন, মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নিবেদন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং এটি আমাদের সাংবিধানিক অধিকারও বটে। ইনস্টিটিউশন আজ প্রৌড়ত্বে। বয়স তেষট্টি বৎসর। আমাদের অর্জন যদিও কম কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যর্থতার পাল্লাও বেশ ভারী। সে কারণে এখনই সময় দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দেয়া। রাজনীতির বাইরে কিছুই নেই। পেশাজীবী সংগঠনের কর্মকান্ডেও একধরনের রাজনীতি, তবে সিটি তখনই জনগণের স্বার্থের পক্ষে যায় যখন এ 'রাজনীতিটা' হয় নিখাদ নির্দলীয় 'রাজনীতি'। কনভেনশন এর প্রতিপাদ্য বিষয় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি বহুমাত্রিক। রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদির সাথে প্রযুক্তিগত বিষয়াদিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরুপ যদি ত্রিদেশীয় গ্যাস লাইন নির্মাণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়, তবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে 'অপটিমাম রুটিং' নির্ধারণ করে সরকারকে সহযোগিতা দিতে পারি আমরা, তদ্রুপ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে কোন কোন লোকেশন থেকে বিদ্যুৎ আদান-প্রদান সবচেয়ে লাভজনক সে বিষয়েও আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব বা পরামর্শ থাকতে পারে। এসবই সম্ভব যদি আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা সংরক্ষণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। অন্যথায় কেবল ক্ষমতাসীনদের আজ্ঞাবহ এক সংগঠনের সদস্য হিসাবেই আমাদেরকে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে তৎপর থাকতে হবে।

প্রসঙ্গত ঃ সরকারের ঘোষিত 'দিনবদল' বা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলা যায়। বর্তমান নির্বাচিত সরকারের ঘোষিত এই কর্মসূচি জনগণ খুব সদরে গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে জনমনে অসন্তোষ আছে কি নেই সেটা রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনার বিষয়, তবে নির্বাচিত সরকারের জনসমর্থিত কর্মসূচিতে সমর্থন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ, সুপারিশ প্রদান করা নিশ্চিই দোষ বা লজ্জার কিছুই নয় এবং এটি করলে আমাদের মর্যাদাহানী হয় না বা স্বকীয়তা বিসর্জিত হয় না কিন্তু তা না করে যদি রাজনৈতিক দলের মেঠো কর্মীদের মতো স্লোগানসর্বস্ব বক্তৃতা দেওয়া হয়, তা হলে জনগণের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বটি পালন করা হয় কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে জনগণের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে হলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউশনকে অবশ্যই মর্যাদাশীল, আত্মনির্ভর এবং আত্মবিশ্বাসী অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশপ্রেম, মনন, মেধা, সততা, পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি দেশের শীর্ষস্থানীয় সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের নিজেদের মধ্যকার অটুট সামাজিক বন্ধন, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যই আমাদের শক্তি। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগীর ভূমিকা রাখা অন্যায় বা গর্হিত কোনো কাজ নয় বরং নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে সেটি করাই প্রয়োজন কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে দলীয় দৃষ্ঠিকোন থেকে কার্যক্রম পরিচালনার প্রচেষ্ঠা নেয়া হলে তা কেবল আমাদের ঐক্যকেই বিনষ্ট করবে না, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বও কালে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ■

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সময় আছে একযুগ!

ড. প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার পরিষদের (আইপিসিসি) একটি বিশেষ রিপোর্টে দেয়া হয়েছে কঠিন সতর্কবার্তা- পৃথিবীকে আবাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদের হাতে রয়েছে মাত্র ১২ বছর। গত অক্টোবরের প্রথম দিকে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী এক যুগের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে রাখা না গেলে, ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হব আমরা। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বৈরী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার অর্থনীতি এবং অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে, বেড়ে গেছে দারিদ্র্যতা ও মানুষের দুর্ভোগ । বৈশ্বিক তাপমাত্রা আর মাত্র ০.৫ ডিগ্রী বেড়ে গেলেই বিশ্বজুড়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাপামাত্রার এই সামান্য হেরফেরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত "গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ" সহ সমুদ্রের কোরাল প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং আর্কটিক অঞ্চলে বরফের গলন বহু গুণ বেড়ে যাবে। সুপেয় পানি লভ্যতা ৫০% শতাংশ কমে যাবে। বিশ্বজুড়ে বনাঞ্চলের দাবানল বেড়ে গিয়ে তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্য বেড়ে যাবে। কৃষিখাতে শস্য ও ফসলের পরাগায়নে সহায়ক পোকা-মাকড়ের আবাস ৫০ শতাংশ হ্রাস পাবে, যা কৃষিখাতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। গবেষণায় দেখা গেছে, সমুদ্রের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং বেড়ে যাচ্ছে অম্লত্ব। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী থেকে বেড়ে ২ ডিগ্রী হলে, সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ ৩০ লক্ষ টন কমে যাবে।

জলবায়ু সংক্রান্ত প্রায় ৬০০০ গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশিত এই রিপোর্টে, আসন্ন বিপর্যয় উপশমের লক্ষ্যে তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক তামপাত্রা ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর অন্যতম কার্বন দূষণকারী দেশ আমেরিকায় ক্ষমতায় এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো জলবায়ু বিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট। যিনি ঘরোয়া রাজনীতিতে ফায়দার জন্য বিশ্ব মানবতার ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত নন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে ধাপ্পাবাজি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আমেরিকার পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছেন। আমেরিকার সাম্প্রতিক বিধ্বংসী হারিকেন, কেপ টাউনের খরা, আর্কটিক বনাঞ্চলের তীব্র দাবানল ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনেরই ঈঙ্গিত বহন করে কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘুম ভাঙ্গছে না। জীবাশ্ম জ্বালানি দ্বারা সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস, বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত এবং প্রমাণিত। অথচ সেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যে শুধু বেড়েই চলেছে তা নয়, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবসায়ীরা দেশে দেশে রাজীনীতিতে প্রভাব খাটাচ্ছে। নিজেদের পছন্দের রাজনীতিকরা যাতে ক্ষমতায় আসে সেজন্য প্রচুর অর্থ ঢালছে। সম্প্রতি ব্রাজিলের নির্বাচনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্রাজিলের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট উগ্র ডানপন্থি জায়ার নলসোনারো, ট্রাম্পেরমত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে থেকে সরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া আমাজনের ঘণবর্ষন বনাঞ্চল কৃষি ও খনি কাজের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে তাঁর অন্যতম এজেন্ডা। তাই সঙ্গত কারণেই ব্রাজিলে জায়ারের বিজয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চরম উচ্ছ্বসিত করেছে। এদিকে ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জলবায়ু সম্মেলনের মতো ছাঁইপাশের জন্য তাঁদের কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই বলে মন্তব্য করেছেন। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রডের মধ্যে রাখতে হলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৪৫ শতাংশ কমিয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। তার মানে আগামী দু'এক বছরের মধ্যে কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে নবায়ণযোগ্য বা সবুজ শক্তি চালিত কেন্দ্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে ব্রিটেন। ব্রটেন, ১৯৯০ সাল থেকে আজ অবধি কার্বন নিঃসরণের মাত্রা ৪০ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। গত বছরের অস্ট্রেলিয়ার কয়লা রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮ কোটি টন। অস্ট্রেলিয়া যদিও ২০৫০ সালের মধ্যে কয়লা ভিত্তিক সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু বিশ্বব্যাপী ১৩৯০টি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী যে হারে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে, তা দেখে মনে হচ্ছে আমরা ৩-৪ ডিগ্রী বৈশ্বিক তাপমাত্রার দিকে দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে হার মানলে চলবেনা। যে করেই হোক, বিশ্বকে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি থেকে নবায়ণযোগ্য জ্বালানির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনীতি নিয়ে গবেষণায় এবছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে আজ বাস্তব সত্য, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার যেনো সে কথাই বলে দিচ্ছে। আশা করছি, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণে রাজনীতিকরা এখন জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাকে প্রাধান্য দেবেন। ■

হায় চুনতির পাহাড়! হায় হারবাঙের শতবর্ষী বৃক্ষ!

প্রকৌশলী মাহমেদ

১৯৮০ সালের ১৬ জানুয়ারি আমি চট্টগ্রাম দোহাজারী সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করি। থাকি সেখানে আমাদের পরিদর্শন বাংলোর একটি কক্ষে একা। আমার সঙ্গী ছিল একটি হাওয়াইয়্যান গিটার, একটি টু-ইন-ওয়ান ট্রানজিস্টার এবং বারো ইঞ্চি পর্দার কল্লোল কোম্পানির একটি সাদাকাল টিভি। গিটারটি ছিল ৬৭ সালের অনেক পুরনো। টিভি কিনেছিলাম ৭৮ সালে যখন সহকারী প্রকৌশলী ছিলাম ঢাকায়। ডুগি-তবলাও ছিল। সঙ্গীতের অনুষঙ্গ হিসাবে ছিল রবীন্দ্রনাথের "গীতবিতান" এবং তখনকার ৬২ খণ্ডের সমগ্র "স্বরবিতান"। আমি গায়ক নই। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে গীতবিতানের গানের বাণীর আবৃত্তি আমার আরাধ্য। আর গিটারে সুর তুলতে স্বরবিতান। গীতবিতান কেনা ছিল ৭০ সালে আর স্বরবিতানগুলি কিনেছিলাম ৭৭-৭৮ সালের মধ্যে। সেগুলির মধ্যে সেসময় আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিল ৬ষ্ঠ সংখ্যক স্বরবিতান "বসন্ত" রবীন্দ্রনাথের বসন্ত গীতিনাট্য? যেখানে সেই বয়সে আমি চিরযৌবনের অর্থাৎ চিরবসন্তের সুর খুঁজে পেতাম। সেই বসন্ত-প্রিয়তা থেকে এক কপি "বসন্ত" চট্টগ্রামে আমাদের ফকরুল ইসলাম তালুকদারের দারুন মিষ্টি চেহারার বউকে উপহার দেই। সংগোপনে নয়; প্রকাশ্যে। ভাবি সেটা সানন্দে গ্রহণ করেন। নিশ্চয় তাদের এসব মনে আছে। আর ছিল মোনালিসার এবং গায়ে পরিহিত গেঞ্জি জাতীয় টি-শার্টের নিচের একদিকের সামান্য একটু অংশ কিছুটা উপরে উঠিয়ে শিশুকে বক্ষসুধা পান করানোয় রত এক লাবণ্যময়ী তরুণী মা'র চিত্র সংবলিত মোট দুটি বাঁধাই করা বৃহৎ রঙিন পোস্টার চিত্র। দ্বিতীয় চিত্রটির দিক থেকে চোখ ফেরানো যেতো না। আশ্চর্য মুগ্ধকর এবং অপত্য স্নেহদানকারী চিরকালের মা-সন্তানের যেন অপূর্ব এক অপার্থিব ছবি, যার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য কেবল অনুভবেই আসে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মনে হত যেন এক ম্যাডোনা-চিত্র! দ্বিতীয় চিত্রটির জন্য আমি সংকোচবোধ করতাম। কারণ আমার কাছে যা ছিল অপার্থিব ছবি, আমার অফিসের সাধারণ স্টাফদের কাছে সেটা সুচিত্র বলে মনে নাও হতে পারে। তাই ওদেরকে আমি সাধারণত আমার কক্ষে প্রবেশ করতে দিতাম না। প্রয়োজন হলে ওরা দরোজার পর্দার আড়াল থেকে আমাকে ডাক দিত যখন আমি কক্ষে থাকতাম। আমি বাইরে এসে ওদের প্রয়োজনীয় কথা শুনতাম। এতে ওই স্টাফদের সঙ্গে আমার কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হত এই মনে করে যে আমি তাদেরকে আমার কক্ষে প্রবেশ করতে দেই না।

দোহাজারী চট্টগ্রাম থেকে সড়কপথে কক্সবাজারের দিকে ৪৫ কি.মি. দূরে শঙ্খ নদের তীরে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু ইউনিয়ন। মূল বাজার এলাকাটি শঙ্খ নদের উত্তর পাড়ে আর সড়ক উপবিভাগের অফিস এবং অফিস-সংলগ্ন পরিদর্শন-বাংলোটি দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। সেদিকে আরও ছিল একটি পাওয়ার সাবস্টেশন এবং বনবিভাগের প্লাইউড কারখানা। কারখানায় ছিলেন এক বয়স্ক ম্যানেজার। পাওয়ার সাবস্টেশনের কারো সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। উত্তর পাড়ে ছিল একটি সরকারি হাসপাতাল, একটি হাই স্কুল এবং বিআইডব্লিউটিএ আর বিএডিসি'র কমপ্লেক্স। হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ক'জন ডাক্তার। বিআইডব্লিউটিএ-তে ছিলেন তিনজন অফিসার আর বিএডিসিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার। এদের বিবাহিতরা পরিবার নিয়ে থাকতেন। আমাদের আড্ডা জমত বিআইডব্লিউটিএ'র কমপ্লেক্সে। কমপ্লেক্স-চত্বরের পশ্চিম এবং উত্তর দিকে ছিল দিগন্তবিস্তৃত ফসলি মাঠ। ছোট বিলের মতো একটি জলাধারও ছিল। গ্রীষ্মের দুপুরে দূরে ওই বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকালে তপ্ত রোদে তেতে ওঠা বাতাস চিকচিক করে দিগন্তে অনবরত ঢেউ খেলানো আবছা জলের ধারা বলে ভ্রান্তির সৃষ্টি করত। শরতে সেখানে অবারিত হাওয়ায় দোল খাওয়া ধানক্ষেতে রৌদ্রছায়ার খেলা আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা রবীন্দ্রনাথের গানের সেই ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলাকেই যেন মনে করিয়ে দিত। সে এক অনির্বচনীয় অপূর্ব দৃশ্য ছড়িয়ে থাকত সেখানকার দৃশ্যমান আকাশ আর দিগন্তজুড়ে। কমপ্লেক্সটিও ছিল দারুণ পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। একটি চমৎকার রেস্টহাউস ছিল। সেখানে ছিল আড্ডা দেওয়ার কক্ষ রঙিন টিভিসহ। শীতকালে খেলাধুলা করারও জায়গা ছিল। অতি মনোরম পরিবেশ। বিএডিসি'র কমপ্লেক্সও ছিল বেশ চমৎকার, পরিকল্পিত এবং গোছানো। হাসপাতাল কমপ্লেক্স যেমন হওয়ার কথা তেমনই ছিল। বনবিভাগের কারখানাটিও মন্দ ছিল না। কেবল আমাদের জায়গাটি ছিল খুবই অগোছালো, পুরোনো মালামালে ভর্তি সবচেয়ে বাজে পরিবেশে। আমার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খেত না। তবু চাকরির জন্য সেখানে থাকতে হত। তবে বাংলো সংলগ্ন উত্তর দিকে ভালো লাগার একটি গোলাপবাগান ছিল। আর ছিল কিছু বৃহৎ ছায়াতরু। সেগুলি ছায়া দিয়ে পরিবেশকে শীতল করে রাখত।

হ্যাঁ, আরও ছিল পশ্চিমদিকে আমার কক্ষ সংলগ্ন একটি সাধারণ পুকুর। জানালার নেট ভেদ করে পরিষ্কারভাবেই সেটি দেখা যেত কিন্তু নেটের কারণে বাইরে থেকে কক্ষের ভিতরে কিছুই দেখা যেত না। অবিরাম শ্রাবণ ধারায় কাকচক্ষু জলে পুকুরটি হঠাৎ এমন টলোমলো আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠত যে তখনই তাতে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করত। কখনও কখনও সেই মফস্বলের কোনো সুন্দরী ললনা যখন বাসন কোশন বা কাপড়-চোপড় নিয়ে পুকুরের অপর পাড়ের ঘাটে আসত সেসব পরিষ্কার করতে এবং কাজশেষে মন্থর গতিতে চলে যেত, তখন দৈবাৎ সে দৃশ্য চোখে পড়লে অসুন্দর লাগত বললে মিথ্যে বলা হবে। মন ভালো করবার জন্য গোলাপবাগানে বসতাম। রবীন্দ্রনাথ কি এমন বাগানে বসেই লিখেছিলেন : "বল, গোলাপ, মোরে বল, তুই ফুটিবি সখী, কবে?..." হয়তো হ্যাঁ, হয়তো বা না। হয়তো কল্পনায় তিনি সেটা লিখেছিলেন। অমন অতলান্তিক কল্পনাশক্তি যাঁর, তিনি কল্পনায় কি-ই না লিখতে পারেন! বাগানটি আমার মনের টনিক হিসেবে কাজ করত কিন্তু কক্সবাজারের আমার নির্বাহী প্রকৌশলী বাগানের জায়গায় বাংলোর কক্ষ বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে বসলেন। বাগান নষ্ট করার পক্ষপাতী না থাকায় দীর্ঘদিন আমি সেটা বাস্তবায়ন করিনি। তবে একপর্যায়ে চাপের মুখে আমাকে সেটা আরম্ভ করতে হয়। আমার মন ভাল করার টনিক নষ্ট হয়ে গেল! নির্বাহী প্রকৌশলী কাজটি বিভাগীয়ভাবে করতে বলায় আমার থাকাকালে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। যেদিন দোহাজারীতে থাকতাম, বিকালে আড্ডা দিতে বিআইডব্লিউটিএ'র কমপ্লেক্সে চলে যেতাম। কিছু কেনাকাটার জন্য কখনও কখনও চট্টগ্রামে যেতাম। সরকারি কাজের জন্য আধা পাহাড়িপথে কক্সবাজারেও যেতে হত মাঝে মধ্যে। আমি ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে না পারলে ভর্তি হব চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে দারুনভাবে টানত বলেই এমন সিদ্ধান্ত। কোনদিনও ভাবিনি আমি শুষ্ক-ধুলিময় উত্তপ্ত রাজশাহীতে পড়ব। চট্টগ্রাম আর রাজশাহী? দুজায়গাতেই আমি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম কিন্তু মানুষ যা চায় তা সব সময় পায় না। যেকোনো কারণেই হোক আমি ভর্তি হলাম রাজশাহীতে কিন্তু আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, চট্টগ্রামের সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিলে তিলে উপভোগ করবার সুযোগ আমার এল দু'বার? মাঠপর্যায়ে কাজ করবার একদম শুরুতে এবং পরে একদম শেষে, যেখান থেকে আমি অবসরে যাই।

দোহাজারী থাকতে একদিন কক্সবাজারে যাওয়ার পথে সড়কের ডান দিকে দেখা গেল ছোট্ট শীর্ণ তবে শোভাময় একটি নদী এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে তার গন্তব্যের দিকে। তখন ছিল শরৎকাল। শরতের প্রকৃতরূপ আমার তখনও প্রত্যক্ষ করা ছিল না। নদীটির দিকে হঠাৎ তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে থেমে গেলাম। শরৎ তো এভাবে নিজেকে চেনাতে কখনও আমার সামনে হাজির হয়নি। নদীর পাড় বরাবর জমিতে প্রস্ফুটিত শুভ্র কাঁশফুলের কী অপরূপ সমারোহ! শরতের পাগল করা বাতাসে কাঁশফুলগুলি নদীর ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে উঠছে। নদীর পিছনে সবুজ পাহাড়। চারদিকে নির্মল হাওয়ায় নরম রোদ স্বচ্ছ কাঁচের মতো চিক চিক করছে। এই তো শরৎ। কোনদিনই তো শরতকে এভাবে দেখিনি। আমার দৃষ্টি চলে গেল দূর আকাশে। কী নীলাঞ্জনে আঁকা আকাশ! তার মাঝে পেঁজা পেঁজা শুভ্র তুলোর মতো ভেসে যাচ্ছিল মেঘ। আহা! এই তো তুমি শরৎ। আজ তোমার প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষ করে হৃদয় হল চঞ্চল। "শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি। ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি। শরৎ, তোমার শিশির ধোওয়া কুন্ডলে/ বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে/ আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।..." আমি চারদিকে তাকালাম আর শরৎ-আলোয় আমার হৃদয়-মন জুড়িয়ে গেল। আমাকে পেয়ে বসল রোমান্টিকতায়। আমি গাড়ি থেকে নেমে একগুচ্ছ কাঁশফুল তুলে নিলাম। কী আশ্চর্য সৌন্দর্য ঝরে পড়ছিল আমার হাতের সেই শরতের কাঁশফুল থেকে! এসব মনে করে আজও আমি শরতের সেই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করি। সত্যি, সেইদিনই কেবল আমি চিনেছিলাম প্রকৃতির শরৎকে।

এই পথে হারবাং-এর ঢাল পার হতে ডানে বামে দৃশ্যমান হত আকাশ ছুঁতে চাওয়া ছিপছিপে গড়নের প্রচুর শতবর্ষী বৃক্ষ। বৃক্ষগুলি কালের সাক্ষী। নিজের শোভার গরবে যেন গরবি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়লে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। বৃক্ষ আর মানুষ তো পরস্পরের ভালো বন্ধু। একজনের দূষিত বায়ু অন্যজন গ্রহণ করে উভয়ে উভয়ের জীবন নিরাপদ করে। সেই বৃক্ষের দুর্দশার কথা পরে বলব।

আমার একটি সেকশন অফিস ছিল চুনতিতে। পথের ধারেই অফিস। সেই অফিস এলাকার আশপাশে রাস্তার ধারে ছিল বেশ কিছু দারুণ শোভিত পাহাড় বা টিলা। হঠাৎ একদিন দেখলাম কোনো কোনো পাহাড়ের কিছু মাটি কাটা। তাতে পাহাড়ের সৌন্দর্যের হানি ঘটেছে। পাহাড়ের মাটি কাটার বিষয়ে আমার সেকশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করায় জানা গেল আশপাশের মানুষেরা পাহাড়ের মাটি কাটে। আমি বললাম একদমই পাহাড়ের মাটি কাটতে দেবেন না। আর যে অংশে মাটি কাটা হয়েছে সেটা ভরাট করার ব্যবস্থা নিন। তারপর আমার নির্দেশের কারণে আমার স্টাফরা ওইসব পাহাড়ের মাটি আর কাটতে দিত না কাউকে।

২০০৯ সালে আবার বদলি হয়ে এলাম চট্টগ্রামে অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। পুরানো জায়গায় এসে আমি নস্ট্যালজিক হচ্ছি। আমি দেখতে চাচ্ছি আমার দেখা সেই সব জায়গা, রাস্তা, সেতু আর অবকাঠামো। আমি ফিরে যাচ্ছি ২৯ বছর পিছনে কিন্তু চাইলেই তো যাওয়া যাবে না; সে যে অতীত! অতীতে যাওয়া যায় না। তাকে ধরাও যায় না। ধরা যায় কেবল ভবিষ্যৎকে। তবু আমি অতীত দেখতে চাইছি। কোথায় ছিলাম আমি? পরিদর্শন বাংলোর সেই কক্ষটি খুঁজলাম। সবাই বলল 'এই ঘর'। আমি সেই ঘরকে চিনতে পারলাম না। সব বদলে গেছে। সেটি হয়েছে অফিস রুম। একটি অগুছালো নোংড়া অফিস কক্ষ। সেখানে এলোমেলোভাবে রাখা হয়েছে অফিসের নানা সামগ্রী। অথচ এই কক্ষটি সেখানকার সামান্য সম্পদ দিয়ে সেসময় কী নিপুণভাবেই না গুছিয়ে রেখেছিলাম। কক্সবাজার কিংবা বান্দরবানে যেতে আসতে অনেকেই আমার এখানে আসত। একদিন আমাদের তরুণ তপন বউ (শিখা বৌদি)-বাচ্চা নিয়ে এল। বসল আমার ঘরে। সবকিছু দেখে বলল? 'আগে বিয়া কর, পোলাপান আসুক, তখন দেখমু ক্যামনে তুমি এত টিপটপ থাকস।' তপন মজা করতে ওস্তাদ। ওর ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। যেমন নিজের চাকমা ভাষা বলতে পারে, পারে সমানতালে বলতে প্রমিত বাংলা অর্থাৎ মান বাংলা আর আঞ্চলিক বাংলা। এমনকী ঢাকাইয়া বাংলাও। আমার স্ত্রী-সন্তান আছে, আমি কিন্তু তেমনই রয়েছি। তপনের কথা ঠিক হয়নি।

আমার আশা পুরণ হল না। আমি সেই রকম দেখতে চেয়েছিলাম, যেমন আমি রেখে এসেছিলাম। এরকম চাওয়া আমার একটা illusion। আমিও তো সেই জায়গায় একই রকমভাবে স্থির নেই। তখন ছিলাম যুবক, এখন কিছুটা বয়সি মানুষ কিন্তু এখন চট্টগ্রামে আমার পুরনো জায়গা দেখতে এসে আমি সেটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি; আমাকে ভ্রমে পেয়ে বসেছে! আমি বুঝে বাস্তবে ফিরে এলাম। তখন আমি হলাম ২০০৯ সালের আমি।

কিন্তু এখন যা বলব সেটা কি ভ্রম? আমার মনে হয় সেটা ভ্রম নয়; সত্য। প্রকৃতিবিনাশী দৃশ্য দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আমি প্রকৃতিপ্রেমী; সুন্দরের পূজারী। প্রকৃতি ঈশ্বর সৃষ্ট সুন্দর। সেই ঈশ্বর সৃষ্ট সুন্দরকে উন্নয়নের নামে আমরা হনন করে চলেছি। আমি চুনতির রাস্তার ধারের একটি পাহাড়ও আর খুঁজে পেলাম না। ওদিকে হারবাং-ঢালের চারদিকের সেই সব আকাশ স্পর্শ করতে চাওয়া অহংকারী বৃক্ষগুলির একটিরও চিহ্ন আর নেই, যে বৃক্ষের শোভা অবলোকনে হৃদয়-মন কেমন জুড়িয়ে যেত! সেসব বিনাশ হয়েছে চিরদিনের জন্য। আমি মনে করি বৃক্ষের দুর্দশা মানে মানুষেরই দুর্দশা। আমার প্রশ্ন? এসব বাঁচিয়ে রেখে কি সড়ক-উন্নয়ন করা যেত না? সত্য যে, আমাদের উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সেটা প্রকৃতিকে নিহত করে নয়; তাকে বাঁচিয়ে রেখে করতে হবে। না হলে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের অনেক কিছুই আমাদের হারাতে হবে। সেটা হবে নিদারুণ এক ক্ষতি। ■

স্ট্রাইন অব রিমেম্ব্রেন্স একটি মনোমুগ্ধকর স্মৃতিসৌধ

প্রকৌশলী দিদারুল আলম

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আইইবি দলভূক্ত হয়ে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল (ACECC)'র কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের তিন দিনের (৮-১০অক্টোবর' ২০১৮খ্রি.) প্রোগ্রামটি ছিল ব্যস্ততায় ভরা। ইচ্ছে থাকলেও কোন দর্শনীয় স্থান দেখা সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু আয়োজক ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া (EA) শেষ অবধি তিনদিনের স্থলে দু'দিনে সকল কর্মসূচি গুলো সম্পন্ন করলে পার্টিসিপেন্টসরা শেষ দিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর ফ্রি ডে পেয়ে যাই।

ঢাকা থেকে মেলবোর্ন শহরস্থ Willium Street-এ QUEST নামক সার্ভিস এপার্টমেন্টে আইইবি দলের সদস্যদের জন্য থাকার বুকিং দেওয়া হয়েছিল। QUEST একটি চেইন আবাসন যার শাখা বিভিন্ন Street-এ রয়েছে। এটা আমাদের কনফারেন্স ভেন্যুটি (Level 31, 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000) মাত্র ৮-৯ মিনিটের হাঁটা পথ। আশপাশে অনেকগুলো ইন্ডিয়ান ফুড সপ রয়েছে। সেখানে দল বেঁধে আমরা বিশেষ করে ডিনার সেরেছিলাম ইন্ডিয়ান ফুড আইটেম 'দোসা' খেয়ে। চমৎকার ছিল আইটেমটি। এর আগেও আমি মেলবোর্ন শহরে এসেছিলাম। কাজেই হোটেল থেকে বেরোলে ফুটপাট দিয়ে হাঁটার সময় কিছু কিছু স্থাপনা আমার চোখে যেন পরিচিত ঠেকছিল।

আজ বুধবার ১০ অক্টোবর আমাদের ফ্রি-ডে। অন্যান্য সাথীরা তাদের নিজ নিজ প্রোগ্রামে বেরিয়ে গেছে। আমি ঠিক করলাম পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায় কতিপয় দর্শনীয় স্থাপনা দেখবো। হোটেলের ফ্রন্ট ডেক্স থেকে একটা মেলবোর্ন সিটির ম্যাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফুটপাত দিয়ে স্বল্প পথ পেরিয়ে বিশালাকার ভিক্টোরিয়া মার্কেট চোখে পড়লো। কাছে গিয়ে দেখি দুর্ভাগ্যবশতঃ মার্কেটটি আজ বন্ধ। এটা ১৮৭৮ সালে চালু হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে নাকি সর্ববৃহৎ ওপেন মার্কেট। মনে পড়ে ২০১৫ সালে

মেলবোর্ন সফরকালে মার্কেটটি থেকে টুকিটাকি অনেক কিছু কিনেছিলাম। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ছোট ছোট আকর্ষণীয় সুভিনির। কাজেই আমার সুভিনির কেনার সখটি ভেস্তে গেল। যাত্রার শুরুতেই যেন হোচট পেলাম।

আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, স্মরণ করছিলাম এখানে আশেপাশে কোনো দর্শনীয় স্পট আছে কিনা। হঠাৎ করে মনে এলো মার্কেটটির কাছেই তো রয়েছে Shrine of Remembrance নামে একটি অপূর্ব স্মৃতিসৌধ। সিটি ম্যাপটি দেখে দেখে এগোলাম সেদিকে। অবশেষে কাঙ্খিত সৌধটির ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছলাম। রাস্তার ওপারে চারিদিকের সবুজের সমারোহের মাঝে স্বগৌরবে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে সৌধটি। ঐতিহ্যময় নয়নাভিরাম স্মৃতিসৌধটিতে প্রবেশ করছিলাম। পাকা পাথুরে রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ সবুজ গাছ। ভীষণ সুন্দর পরিবেশ। মৌসোলিয়ামটা (স্মৃতি সৌধ) তৈরি করা হয়েছে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতি স্মরণের উদ্দেশ্যে। সবুজ প্রাঙ্গণে অর্ধবৃত্তাকার বড় আকারের ধাতব পাত্রের মাঝখানে শিখা অনির্বাণ জ্বলছে। খানিক দৈর্ঘ্য ব্যবধানে সাদা উঁচু মাস্টের সাথে একই সারিতে ৩টি জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে। প্রবেশ পথের সাথে বাগানের ঘন পাতা কাটিং করা গাছের সীমানার সাথে দাঁড়িয়ে ছবি নিলাম। ঠিক একই ভঙ্গিমায় যেমন তুলেছিলাম ১৯৮৫ সনে প্রায় ত্রিশ বছর আগে সৌধটি পরিদর্শনকালে।

তারপর অনেক ক'টা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম সৌধটির মেঝে। গেইটে ২ জন সজ্জিত পোষাকে রাইফের হাতে হ্যাট পড়া পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাঢ় নীল রংয়ের ইউনিফর্মে একজন বয়স্ক সৈনিক অফিসার দাঁড়িয়ে দরজার পাশে। কতগুলো ভিউ কার্ড টেবিলে রেখে সে স্বাগত জানালো এবং উপরে ও নীচে যেতে বলল আমাকে। তাকে সম্মান দেখাতে ১০ সেন্ট দিয়ে ১টি ভিউ কার্ড কিনলাম। গ্রাউন্ড ফ্লোরে কক্ষটির মাঝে স্বল্প উচ্চতায় ঘেরা চৌকোনা কাল পাথরে সাদা রঙয়ের লিখা রয়েছে তিন লাইনে GREATER LOVE HATH NO MAN। এই পাথরটিকে "The stone of Remembrance" বলা হয়। প্রতি বছর ১১ নভেম্বর Remembrance Day-তে বেলা ১১:০০টায় চৌকোনা উঁচু ছাদের ছিদ্র থেকে একটি আলোক রশ্মি নিচে 'Love' শব্দটির উপর পড়ে এটাকে আলোকিত করে থাকে।

পাথরটির চারিদিকে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা পুষ্পমাল্য রেখে গেছে অনেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ফুলগুলো সজিবতার স্পর্শে সুরভিত ও মোহিত করছে চারিদিক। নিচে এক তলায় ফ্লোরের মাঝখানে পিঠে পিঠ লাগিয়ে মাথায় হ্যাট পরিহিত দু'জন সৈনিকের ব্রঞ্জের মূর্তি। এরা সৈনিক পিতা ও পুত্র। The Father and Son Statue টা ভিক্টোরিয়ানদের পরবর্তী দুই প্রজন্মের সদস্যগণের সাহস ও ত্যাগের সেতু বন্ধন প্রকাশ করছে। চার দেয়ালে বিভিন্ন রেজিমেন্টের পুরাতন পতাকা ঝুলানো। নিচে ৩য় ফ্লোরটি information Centre। দেয়ালে এক জায়গায় কাঁচের ফ্রেমের ভিতরে ৪ হাজার সংখ্যক নানা ধরনের মেডেল ঝুলানো অবস্থায় রাখা হয়েছে। টাঙানো প্রতিটি ব্যাচের বিপরীতে ১'শ ভিক্টোরিয়ান সৈনিক ও শান্তিরক্ষী সেচ্ছাসেবকদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

সেন্টারের ডেস্ক থেকে লিফলেট আকারের ছোট ২টি বই কিলনাম। বিনামূল্যে বইগুলি দেওয়া হয়ে থাকে। ১৩ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া স্ট্রেটে এই নয়নাভিরাম মোমোরিয়েলটি বিভিন্ন যুদ্ধে ও শান্তিরক্ষা মিশনে অস্ট্রেলিয়ার যেসকল নারী-পুরুষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উৎসর্গ করেন তাদের স্মরণে সৌধটি ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। মেমোরিয়েলটি প্রাথমিক পর্যায়ে ১১৪০০০ জন ভিক্টোরিয়ান যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাদের মূল্যবান জীবন বিসর্জন দেন তাদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। ক্রমপর্যায়ে ক্যাম্পাসে নির্মিত অন্যান্য ছোট আকারের মনুমেন্টগুলো পরবর্তী নতুন প্রজন্মের সদস্যগণের ত্যাগ, তিতীক্ষা ও অবদানের কথা স্মরণের উদ্দেশ্যে মূল স্থাপনার সাথে একে একে যোগ করা হয়েছে। চৌকোনা প্রধান ঘরটার চারিদিকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। সমস্ত মেলবোর্ন শহরটি দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণে দূরে সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য। ক'টা ছবি ক্যামেরাবন্দি করলাম স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার জন্য।

সৌধটি Kings Domain এলাকায় St Kilda Road-এ অবস্থিত। এটা প্রথমে ভিক্টোরিয়া স্ট্রেটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষের সম্মানার্থে তৈরি করা হয়ে থাকলেও বর্তমানে পরবর্তী সকল যুদ্ধে জীবন উৎসর্গিত সকল অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় মেমোরিয়াল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ১১ নভেম্বর ১৯২৬ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ১১ নভেম্বর ১৯৩৪ খ্রি. এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রকৌশলী General Sir John Monash হলেন সৌধটির মূল পরিকল্পনাকারীগণের অন্যতম ব্যক্তি, যিনি প্রকৌশলী হিসেবে সৌধটির নির্মাণ কাজের গুরুদায়িত্বটি সুনামের সাথে পালন করেন।

সৌধটি দর্শন শেষে ফেরার পথে ক্যাম্পাসে ডিউটি রত স্ট্রাইন গার্ড Gray May-এর সাথে পরিচয় দিয়ে তার সাথে ছবি তুললাম। বাড়ি তার মেলবোর্নের Sunberry সাবার্বে। আমি ত্রিশ বছর আগে এখানে এসেছিলাম এবং সাথে আনা সেই সময়কার একই স্পটে তোলা রঙিন ছবিটি দেখালে সে হতবাক হলো। আমার ব্যাপারটি তার সতীর্থদের ডেকে বললো এবং ছবিটি দেখালো। সেদিন স্ট্রাইন অব বিমেন্ট্রেস স্মৃতিসৌধটি দেখে যে সকল সৈনিকরা দেশের জন্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন বারবার সেই মহৎ স্বর্গীয় আত্মাগুলোর কথা স্মরণ হচ্ছিল মনে। সুখ-দুঃখ মিশ্রিত একরাশ অনুভুতি নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্যাম্পাসটি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ■

আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

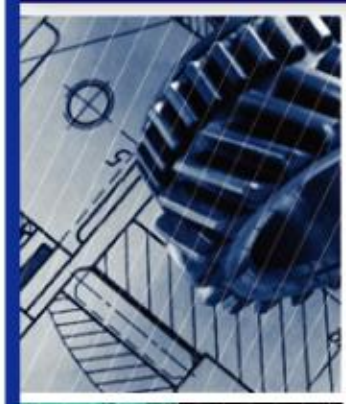

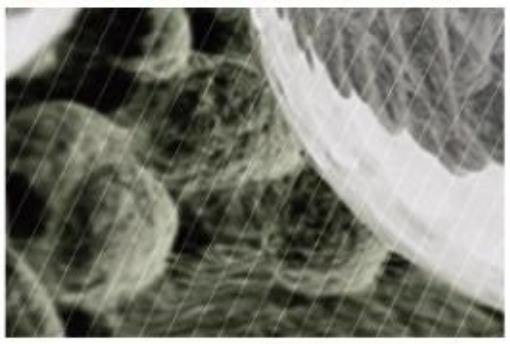

আইইবি সদর দফতর

শ্রীলংকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ১১২তম বার্ষিক অধিবেশনে আইইবি'র প্রতিনিধি দলের যোগদান

১৬ থেকে ১৭ অক্টোবর, ২০১৮ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, শ্রীলংকার ১১২তম বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শ্রীলংকা যাত্রা করেন। এবারের ফিয়েস্কা আঞ্চলিক সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল, "Engineering the Sustainable Development Goals : National Strategies and Challenges"।

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট'র সঙ্গে আইইবি প্রতিনিধি দল

উল্লেখ্য ১৬ অক্টোবর বার্ষিক অধিবেশনে ও ফিয়েস্কা সেমিনারে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা শ্রিসেনা বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফটোসেশানে অংশ নেন। সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত) আইইবি। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান ভাইস চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি, প্রকৌশলী মো. নিজামুল হক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান রাজশাহী কেন্দ্র আইইবি, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী সাবেক চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আইইবি। বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠান শেষে প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসেন।

সিডনীতে বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা

সম্প্রতি মেলবোর্নে Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে যোগ দিতে আসা আইইবি সদর দপ্তরের প্রকৌশলীদের সিডনী শহরে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সে উপলক্ষে আইইবি অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টার একটি Reception Dinner এর আয়োজন করে। আড়ম্বর অনুষ্ঠানটি সিডনী শহরস্থ Jasmins Function Centre-এ (375 Macquaric Street, Liverpool NSW 2170) ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন আইইবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা এন্ড আন্ত.) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী

সাধারণ সম্পাদক (একা. এন্ড আন্ত.), প্রকৌশলী দিদারুল আলম, প্রেসিডেন্ট, এএসসিই বাংলাদেশ সেকশন এবং মেম্বার সেক্রেটারি (আইইবি মহিলা কমিটি), মিসেস খন্দকার ফারাহ্ জেবা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক ড. কামরুজ্জামান এবং পঞ্চাশোর্ধ স্থানীয় প্রকৌশলী ও তাদের পরিবারবর্গ।

সেমিনারের একটি দৃশ্য

অতিথিদের ফুলের তোড়া উপহারের মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোর পর প্রারম্ভে চ্যাপ্টারের বিদায়ী কনভেনর প্রকৌ. সাইফুল ইসলাম ২০১২ সালে চ্যাপ্টারটির যাত্রা শুরুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। অতঃপর সেক্রেটারি ড. কামরুজ্জামান পাওয়ার পয়েন্ট Presentation এর মাধ্যমে "Challenges and Ways forward for future engineers-IEB Australia Chapter's initiative" শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিগণ একে একে তাদের বক্তব্য রাখেন। প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ তার বক্তব্যে অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টারকে আইইবি কেন্দ্র কর্তৃক সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস দেন। চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মতিন তার সমাপনি বক্তব্যে অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টার কর্তৃক accreditation process-এ আইইবিকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। রাতের ডিনার ও খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী মিসেস আমিয়া মতিনের সুরেলা কণ্ঠের মনোজ্ঞ একক গানের উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিসমাপ্তি হয়।

মেলবোর্নে ACECC এর ৩৫তম ECM অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে সম্প্রতি Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৩৫তম Executive Committee Meeting (ECM) অনুষ্ঠিত হয়। ০৮-১০ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি., তারিখে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল Engineers Australia (EA)। সভাটি মেলবোর্ন শহরস্থ EA'র ভিক্টোরিয়া অফিসের ৩১ তলায় (600 Bourke Street, VIC 3000) অনুষ্ঠিত হয়। ACECC-এর আওতাভূক্ত ১২টি মেম্বার সোসাইটি থেকে মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলোর নাম হলো- জাপান, এএসসিই, ভিয়েতনাম, ভারত (ICE), মঙ্গোলিয়া, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ। আইইবি থেকে প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক এর নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট দল সভায় অংশগ্রহণ করেন। দলের অপরাপর সদস্যরা হলেন- প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার এবং প্রকৌশলী দিদারুল আলম, প্রেসিডেন্ট এএসসিই বাংলাদেশ সেকশন। প্রথম দিন ০৮ অক্টোবর, ২০১৮খ্রি., উপস্থিত সদস্যগণের রেজিস্ট্রেশনের পর সকাল ৮:৩০ টায় দিনের সূচি আরম্ভ হয়। সভার প্রথমার্ধে 29th Planning Committee Meeting (PCM) এবং দ্বিতীয়ার্ধে 24th Technical Coordination Committee Meeting (TCCM) অনুষ্ঠিত হয়। PCM চলাকালে জানানো হয় যে, হ্যানয়ে ফিলিপাইন কর্তৃক প্রস্তাবিত Women in Development সম্পর্কীয় টেকনিক্যাল কমিটির নাম TC-24 রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইইবি দলের সদস্য প্রকৌশলী দিদারুল আলম সকলের দৃষ্টি আকর্ষনপূর্বক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে উপরোক্ত বিষয়ে অবিশ্বাস্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে।

ACECC এর সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রকৌশলীবৃন্দ

ACECC Award Sub-Committeei Chairman ড. উদয় সিং বিভিন্ন Category'র বিপরীতে দাখিলকৃত প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রাপ্ত নম্বর সম্বলিত statement উপস্থাপন পূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করেন। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পাদির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ECM-এ উপস্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য যে, আইইবি'র পক্ষ থেকে BWDB-এর একটি প্রকল্প দাখিল করা হয় যার নাম পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর TCCM টি অনুষ্ঠিত হয় এবং সভা শেষে বিকেল ৫-০০ টায় সকল পার্টিসিপেন্টগণ Welcome Cocktail Reception and Civil Board Award Ceremony-তে যোগদান করেন। রাত ৮-৩০ টায় অদ্যকার দিনের কর্মসূচির পরিসমাপ্তি হয়।

প্রতিবেদক : প্রকৌশলী দিদারুল আলম

মহান বুদ্ধিজীবী দিবসে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, ও ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রেশন সেন্টার (ইআরসি) ঢাকার উদ্যোগে মহান বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি., সকালে রায়ের

বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ড. প্রকৌশলী এম. এম. সিদ্দিক, পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সম্মানী সাধারণ

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণের একাংশ

সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ। এছাড়া ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু, পিইঞ্জ., সহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ও ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, ও ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রেশন সেন্টার (ইআরসি) ঢাকার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি., সকালে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল সাড়ে সাতটায় আইইবি নেতৃবৃন্দ সদর দফতর প্রাঙ্গণ থেকে স্মৃতিসৌধে যাত্রা করেন। সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে, ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ড. প্রকৌশলী

জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণের একাংশ

এম. এম. সিদ্দিক, পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ)

ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের একাংশ

প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ। এছাড়া ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু. পিইঞ্জ. সহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মরহুম প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, এফ/৩১৪২ এর মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর আজীবন সদস্য এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগ এর প্রাক্তন সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, এফ/৩১৪২। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. নিজস্ব বাসভবনে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)। প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ-এর অকাল মৃত্যুতে দেশের প্রকৌশলী সমাজ গভীরভাবে মর্মাহত ও

শোকাভিভূত। তাঁর মৃত্যুতে প্রকৌশল পেশা, দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং সম্মানী সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। পরম করুণাময় রাব্বুল আল আমিন মরহুম প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ এর পরিবারকে ধৈর্য সহকারে এ শোক ও ক্ষতি বহন করার তৌফিক দান করুণ। আমরা মরহুমের পূণ্য স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মরহুম প্রকৌ. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত প্রকৌশলীদের একাংশ

উল্লেখ্য ২০ ডিসেম্বর ২০১৮খ্রি., বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবিতে মরহুমের স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ড. প্রকৌশলী এম. এম. সিদ্দিক, পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন. ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ। এছাড়া ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু, পিইঞ্জ., সহ বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় সংবাদ

পুরকৌশল বিভাগ

উন্নত দেশগড়তে ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ বড় ভূমিকা রাখবে

উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ বড় ভূমিকা রাখবে। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। নইলে অন্যান্য অনেক পরিকল্পনারমতো ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ ব্যর্থ হবে। এজন্য এ পরকিল্পনা বাস্তবায়নে কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। একইসাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিশেষভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে। ২৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি., রাজধানীর আইইবি পুরকৌশল বিভাগ আয়োজিত "ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০: বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক সেমিনারে আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম

"ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০: বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক সেমিনারে একাংশ

তুহিনের সঞ্চালনায় এ সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান। এ অনুষ্ঠানে লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ও সিনিয়র সচিব অধ্যাপক ড. সামসুল হক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় অন্যান্য পরিকল্পনারমতো এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। এজন্য এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ কোনো মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দিতে হবে এবং একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জোরালোভাবে মনিটরিং করতে হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ সম্পর্কে সংস্থা প্রধান হিসেবে আমরা জেনেছি। তবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোয় আলাদাভাবে ডেল্টাপ্ল্যান নিয়ে সেমিনার করতে হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. এম এ মতিন বলেন, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ যুগোপযোগী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা জনগণকে ভালভাবে বোঝানোর জন্য পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। একইসাথে জনসাধারণকে এব্যাপারে অবহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ অমিতাভ দাশ প্রমুখ।

"উপকূলীয় উন্নয়ন: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও কৌশলগত পরিকল্পনা"

পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে হলে উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আর সমুদ্র সম্পদ আহরণের মাস্টার প্ল্যান করতে হবে। এ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হবে। সম্প্রতি একনেক অনুমোদিত ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্র সম্পদ আহরণে বড় ভূমিকা রাখবে। এ পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করতে বড় ভূমিকা পালন করবে।

সেমিনার অনুষ্ঠানের একাংশ

২ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি.,রাতে রাজধানীর আইইবি'র সেমিনার হলে আইইবি পুরকৌশল বিভাগ আয়োজিত "উপকূলীয় উন্নয়ন: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও কৌশলগত পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি। সেমিনারে আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিনের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মিজানুর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী এবং আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডেপুটি টিম লিডার সিইআইপি-১ প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন, আইইবি'র সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান প্রমুখ।

কৃষিকৌশল বিভাগ

Sustainable Irrigation Development in Bangladesh- Present Status and Future Chellanges শীর্ষক সেমিনার

Sustainable Irrigation Development in Bangladesh- Present Status and Future Chellanges শীর্ষক সেমিনার ২৩ অক্টোবর আইইবি পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, অধ্যাপক, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি, সম্মানিত আলোচক হিসেবে ছিলেন, প্রাক্তন উপাচার্য, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন অধ্যাপক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. শহীদ উল্লাহ তালুকদার, বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, চেয়ারম্যান, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. আবুল কাশেম মিয়া, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ., ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

আইইবি স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের যাত্রা শুরু

১২ ডিসেম্বর ২০১৮ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উদযাপনের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের যাত্রা শুরু হয়েছে । আইইবি'র কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য 'টেকনোভেশন' নামক একটি ব্যাতিক্রমী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের যাত্রা শুরু হয়। আইইবি'র স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠা এবং টেকনোভেশন অনলাইন কুইজ আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উদযাপনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছে আইইবি'র কম্পিউটারকৌশল বিভাগ।

২০০৮ সালের এই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক স্বপ্নের কথা প্রথম ঘোষণা করেন। এই বিশেষ দিনটিকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে তা উদ্‌যাপনের জন্য দেশজুড়ে বেশকিছু ইভেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। এই উদযাপনে অংশ নিচ্ছে দেশের প্রকৌশলীদের জাতীয় সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। আইইবি'র নিজস্ব স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের যাত্রা শুরু করার মাধ্যমে একাডেমিক শিক্ষাকে পেশাদারী দক্ষতার সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্কিং এ সাহায্য করবে এ উদ্যোগ।

বর্তমানে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিগত এবং উদ্ভাবনী উপায়ে বাস্তব জীবনের সমস্যাসমূহের

করে সেগুলোর ভিত্তিতে কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞানের পরিবর্তে নজর দেয়া হচ্ছে উদ্ভাবনী এবং উদ্যোক্তা ভিত্তিক দক্ষতাগুলোর উপর। 'টেকনোভেশন' মূলত অনলাইন ভিত্তিক টেক-এন্ট্রাপ্রেনারশীপ সম্পর্কিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতা। যেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। এই কুইজটি আয়োজনে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করছে সায়েন্স পাঠশালা। যা মূলত অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষামূলক প্লাটফর্ম। এই উদ্যোগটির সাথে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে সাহায্য করছে ইয়াং বাংলা প্লাটফর্মের ক্যাম্পাস এম্বাসেডররা।

প্রদর্শিত হলো 'হাসিনা' : এ ডটারস্ টেল'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিজীবনের অজানা-অদেখা গল্প নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'হাসিনা : এ ডটারস টেল' ডকুফিল্মটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগ উদ্যোগে আগামী ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় আইইবি'র অডিটরিয়ামে প্রদর্শিত হয়।

এ সর্ম্পকে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত

আইইবি মিলনায়তনে 'হাসিনা : এ ডটারস্ টেল' প্রদর্শণের দৃশ্য

জীবন নিয়ে নির্মিত 'হাসিনা : এ ডটারস্ টেল' ডকুফিল্মটি আইইবিতে দেখানোর সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু মাত্র একটি ডকুফিল্ম নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। ডকুফিল্মটি দেখার মাধ্যমে দর্শকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জীবনের নানা অজানা বিষয় জানতে পারবে। যা সবাইকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। তাই ডকুফিল্মটি সকল প্রকৌশলীরা যেন দেখতে পারে সেই জন্যই আইইবিতে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন্দ্র/উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়ায়, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছ জ্ঞাপন

১ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. সন্ধ্যা ৬:০০ টায় আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল্লাহ্ সিকদার, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়ায় আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ, আইইবি সদর দফতরের নির্বাহীবৃন্দ এবং এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কতিপয় স্বনামধন্য প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দ আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল্লাহ্ সিকদারকে মনোরম পরিবেশে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল্লাহ্ সিকদারকে শুভেচ্ছা জানানোর একাংশ

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল্লাহ্ সিকদার, এসময় উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন এবং অনুষ্ঠানে আগত সকল প্রকৌশলীবৃন্দকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বিজয় দিবস, ২০১৮ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. সকাল ৭.০০ টায় আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে অমর বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

আইইবি'র ঢাকাকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণের একাংশ

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

পেশাদারী মনোভাব তৈরি ও দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি., রবিবার সন্ধ্যা ৭:৩০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে সদ্য পাশকৃত নবীন স্নাতক প্রকৌশলীদের কর্মজীবনের প্রবেশের পূর্বে পেশাদারিত্ব অর্জন ও কর্মক্ষেত্রের মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে সপ্তাহব্যাপী Management Training For Fresh Engineers শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জ.স.ম বখতেয়ার। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. প্রকৌশলী মোঃ মোজাম্মেল হক, পিইঞ্জ., প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রকৌশলী জ.স.ম বখতেয়ার বলেন, পুঁথিগত জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের জ্ঞান এক নয়। সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে কর্মের পরিধি ও স্থান ভেদে নিজের দায়িত্ব, আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথে সহকর্মী, উর্ধ্বতন ও অধিনস্থদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কর্মজীবনে প্রয়োগ করে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কর্মজীবনে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, প্রকৌশলীরা মেধাবী সন্তান হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজ উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখতে নবীন প্রকৌশলীদের কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে পেশাদারী মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে মূলতঃ এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহীদের ধন্যবাদ জানান। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রফিকুল আলম বলেন, প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা প্রভৃতি ইনস্টিটিউশন হিসেবে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সারাবছরব্যাপী পরিচালনা করে থাকে। তিনি সদ্য পাশকৃত নবীন প্রকৌশলীদেরকে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব ও পেশাভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুযায়ী কঠিন মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহের সাথে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিক দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, ৩/৪জন প্রকৌশলী মিলিয়ে গ্রুপ তৈরি করে নতুন নতুন কর্মকৌশল সৃষ্টি করে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিযোগীপূর্ণ বিশ্বে দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল নবীন প্রকৌশলীদেরকে আইইবি'র সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে আইইবি'র পেশাভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

নবীন প্রকৌশলীদের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জ.স.ম বখতেয়ার।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী নবীন প্রকৌশলীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, চিটাগাং ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী এবং সরকারী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞতালব্ধ, পেশাদারী ব্যক্তিবর্গ ও প্রকৌশলীগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মাঝে সনদও বিতরণ করা হয়।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর, ২০১৮ শনিবার বিকাল ৪:০০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে প্রকৌশলী সন্তানদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা, কেরাত এবং হামদ ও না'ত প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম

জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ এর পেশ ইমাম আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা আহমদুল হক। প্রধান আলোচক বলেন, বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, ইসলামের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধরায় আগমনের মধ্য দিয়ে সেদিনের আরবের যত অন্ধকারাচ্ছন্নতা, বর্বরতা এবং সকল প্রকার পৈশাচিকতা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ আলোর পথে ধাবমান হয়। মহানবী (সা.) অন্ধকার যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া এবং নারীদের দাস ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলিত রীতি থেকে নারীদের মুক্তি দিয়ে নারীজাতিকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ন ও শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাঁর আদর্শ অনুসরন করা হলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ এবং বৈষম্য যেমন হ্রাস পেত তেমনি সমাজ হতে হত্যা, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার অনেকাংশে কমে যেত। তিনি সহিংসতা, হানা-হানি, হিংসা, বিদ্বেষ পরিহার করে উদারতা ও ক্ষমার মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত করা হলে পরিবার ও সমাজ হতে সকল অশান্তি দূর হয়ে কল্যান ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করেন। মাওলানা আরো বলেন,

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদের পেশ ইমাম আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা আহমদুল হক।

মাওলানা আরো বলেন, আসমান ও জমিনে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে অহংকার না করে বিনয়ী, ধৈর্য্য ও সহনশীল হয়ে সকলের সাথে সদয় ও মানবিক আচরণ করার আহবান জানান এবং তিনি রাসুল (সা.) এর মতো পরিবারের অভিবাবক ও সমাজের প্রশাসক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উপর গুরত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, আজকের দিনে ইসলামের নাম দিয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে, তা ইসলাম পরিপন্থী এবং এটি ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। আলোচকবৃন্দ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সমগ্র সৃষ্টির রহমত স্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের পরিচালনা করার আহ্বান জানান। ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রচনা, কেরাত এবং হামদ ও না'ত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক। আলোচনাশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দেশের সমৃদ্ধ ও কল্যাণ কামনা করে মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা আহমদুল হক।

এএমআইই কোর্সের ৭৬ ও ৭৭তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত এএমআইই (বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমান) কোর্সের ৭৬ ও ৭৭তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২২ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি., সোমবার সন্ধ্যা ৭:০০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য ও সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ড. প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, পিইঞ্জ., রিসোর্স পার্সনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী সুব্রত দাশ প্রমুখ।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত এএমআইই ৭৬ ও ৭৭তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ. কে. এম. ফজলুল্লাহ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এএমআইই ডিগ্রী অত্যন্ত স্বল্প খরচে মানসম্মত সময় ও যুযোগপযোগী শিক্ষা। ভয়, দুশ্চিন্তা পরিহার করে নিজের প্রতি আস্থা রেখে আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা, একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে নিয়মিত লেখাপড়া করলে এএমআইই পাস করা খুবই সহজ। তিনি অস্থির মানসিকতা, বিভিন্ন ক্ষতিকর আসক্তি পরিহার করে নিয়মিত অধ্যাবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রকৃত বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এএমআইই ডিগ্রী অর্জন করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনসহ নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে নিজের স্বপ্ন পূরণ করে দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, নিজের দেশে ভবিষ্যত গড়তে লক্ষ স্থির করা, স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নও বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে কঠিন মনোবলের সাথে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি আরো বলেন, এএমআইই কোর্স বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সমাদৃত বলে দিন দিন এএমআইই কোর্সের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে এবং এএমআইই কোর্স সম্পন্ন করে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় যায়। বক্তারা বলেন, আইইবি কর্তৃক পরিচালিত এএমআইই কোর্স বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমমান ডিগ্রী। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশচুম্বী খরচ মেটাতে অক্ষম ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত স্বল্প খরচে এএমআইই ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পায়। বুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং চুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পেশাদারী অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্তৃক পাঠদানসহ বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে এবং চুয়েটের মাধ্যমে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় দেশের স্বনামধন্য পাবলিক

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই এএমআইই ডিগ্রী অর্জনকারীদের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এএমআইই সম্পন্ন করে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসিসহ উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পায়। বক্তারা আরো বলেন, অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেও আইইবি'র সদস্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে আইইবি পরিচালিত এএমআইই কোর্স সম্পন্ন করে অনায়াসে আইইবি'র সদস্য হওয়ার সুযোগ লাভ করা যায়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, আমি পারি, পারব এই প্রত্যয় নিয়ে নিজের ভাগ্য ও সমাজ পরিবর্তনে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে। নিজেকে যোগ্য প্রতিষ্ঠিত করে দেশে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় প্রকৌশলীর চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, দেশে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহিত একশোটি অর্থনৈতিক জোন সফলভাবে চালু হলে প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশার মানুষেরও কর্মসংস্থান হবে। তিনি আরো বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এ যুগে প্রকৌশলীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণে আপনাদের অংশগ্রহণে পুরো মানবজাতি সমৃদ্ধ হবে। তিনি এএমআইই কোর্সের কোচিং ক্লাসে ছাত্র শিক্ষকের সুবিধার্থে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান প্রচলিত সিলেবাস মোতাবেক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পাঠদানে রিসোর্স পার্সনদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ-বিদেশের হালনাগাদ প্রকৌশল জ্ঞান অর্জনের সুবিধার্থে কেন্দ্রে ওয়াইফাই ইন্টারনেটও চালু করা হয়েছে। তিনি এএমআইই কোর্স সম্পর্কিত হালনাগাদ সংস্করণের বিভিন্ন বই সম্বলিত লাইব্রেরিতে নিয়মিত ও গ্রুপস্টাডির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কেন্দ্রের ক্লাসরুম ও লাইব্রেরিসহ সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনাব রহমত আলী ও জাকির হোসেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। ওরিয়েন্টশন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাউন্সিল সদস্য ও সিনিয়র সদস্য, এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা কমিটির সদস্য ও রিসোর্স পার্সনসহ ৭৬ ও ৭৭তম ব্যাচের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

টেকসই স্থাপনা নির্মাণে লবণাক্ততা এক ধরনের অন্তরায়

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে শনিবার, ২৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি., সন্ধ্যা ৬:৩০টায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে "লবণাক্ততা প্রতিরোধী দীর্ঘস্থায়ী স্থাপনা তৈরির পথ নির্দেশনা" (Durable Concrete Design Guidelines for Bangladesh using Chloride Mapping) বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও মূল প্রবন্ধকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জি. এম. সাদিকুল ইসলাম। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর সঞ্চালনায় সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী এবং কারিগরী আলোচনা ও সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ। মূল প্রবন্ধকার অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জি. এম. সাদিকুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে বলেন, কনক্রিটের গুণগত মানের উপর পিলার, বহুতল ভবন ও বিভিন্ন স্থাপনায় দীর্ঘস্থায়ীত্ব নির্ভরশীল। নদীমাতৃক ও সাগরবেষ্ঠিত এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির প্রভাবে কনক্রিটের গুণগতমান বজায় থাকেনা। ফলে কনক্রিট দুর্বল হয়ে বিভিন্ন স্থাপনা অল্প সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশের কারণে, সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে কনক্রিটের পিলারে লোনা পানির প্রসার এবং বাষ্পের মাধ্যমে সংমিশ্রিত হয়ে কনক্রিটের গুণগতমান ও স্থায়ীত্ব নষ্ট করে। যথাযথভাবে ডিজাইন না হওয়া, সিমেন্ট বালি ও অন্যান্য উপকরণের সঠিক ব্যবহার না থাকায় কনক্রিট দুর্বল হয় ও রডে মরিচিকা ধরে ফলে পিলার ও স্থাপনার স্থায়ীত্ব কমে যায়। প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে স্থান ভেদে স্থাপনার ডিজাইন পরিবর্তনের বিষয়েও গুরুত্ব তুল ধরেন। দেশের অন্যান্য স্থান হতে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থাপনা কম টেকসই ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে সঠিক ডিজাইন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণপূর্বক ও সঠিক সময়ে মেরামতের মাধ্যমে কিভাবে প্রতিটি স্থাপনা টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায় সেই বিষয়ে প্রকৃত গাইডলাইন পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের স্থাপনা টেকসই করার লক্ষে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ও কি কি বিষয় বিবেচনা করে স্থাপনা নির্মানের নীতিমালা প্রণয়ন করে সেই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি বহুতল ভবন নির্মাণ, উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন পিলার, ব্রিজ কালভার্ট ও অন্যান্য স্থাপন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ১৯৯২ সালের চূড়ান্ত খসড়া বিএনবিসি নীতিমালা সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চূড়ান্তকরণের পূর্বে এতদবিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলগুলো অর্ন্তভূক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রবন্ধকার উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই স্থাপনা নির্মাণে লবণাক্ততা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে বলেও উল্লেখ করেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন।

প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন বলেন, সকল স্থাপনার স্থায়ীত্ব দীর্ঘ হলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও দেশের উন্নয়ন দীর্ঘ স্থায়ী হয়। টেকনাফ হতে বাগেরহাট পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে স্থাপনা তৈরির ক্ষেত্রে লবণাক্ততা প্রতিরোধী প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণে বিভিন্ন গবেষণা, স্থানভেদে ডিজাইন, মাঠ পর্যায়ে আন্তরিকতা ও বাস্তবতার নিরিখে স্থাপনা এবং ভবন তৈরিতে প্রতিটি উপকরণ মিশ্রণে গুণগতমান ঠিক রাখার উপর সুদৃষ্টি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের গবেষণা ও সেমিনারে হাল নাগাদ গবেষণার ফলাফল পাওয়া যায় বলে ব্যক্তি পর্যায় হতে রাষ্ট্র পর্যন্ত উপকৃত হয়। তিনি এ ধরনের চলমান বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য সকল উদীয়মান প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিভিন্ন গাইডলাইন ও প্রস্তাবিত খসড়া বিএনবিসি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ গবেষণালব্ধ পরামর্শ ও সুপারিশ আইইবি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী নিরদবরণ বড়ুয়া, প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রকৌশলী ইউসুফ শাহ সাজু, প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম, প্রকৌশলী ইফতেখার ও প্রকৌশলী মো. আবুল হাশেম অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মানিত মূল প্রবন্ধকারকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ও শিখন পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার, ০২ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি., সন্ধ্যা ৬:৩০টায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে "বাংলাদেশে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার শিখন ও পাঠদান পদ্ধতি" (Teaching & Learning Methodology in Engineering and Technological Education in Bangladesh) বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন ও মূল প্রবন্ধকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর সঞ্চালনায় সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী এবং কারিগরী আলোচনা ও সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

সেমিনারে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. অনুপম সেন বলেন, বাংলাদেশ দিন দিন উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্হিবিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে, তিনি দেশে বিভিন্ন প্রযুক্তি সৃষ্টি ও ব্যাপক প্রসার ঘটানোর জন্য প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। দেশের সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনসহ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করে পরবর্তী প্রজন্মকে সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, তবেই ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ অর্জন ও উন্নত দেশের কাতারে অবস্থান তৈরি করা যাবে বলে মন্তব্য করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. অনুপম সেন বলেন, নতুন বছরের শুরুতে সারা দেশের স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য অর্জনে সরকার প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। বই উৎসবের পাশাপাশি সরকার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে প্রায়োগিক এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে মান সম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ এবং মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে সেই হিসেবে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলেও উল্লেখ করেন।

মূল প্রবন্ধকার বলেন, সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও ২০৪১ সালে দেশকে উন্নতদেশ হিসেবে রূপান্তর করতে বর্তমান সনাতনী ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন করে কর্মমুখী, প্রকৌশল ও কারিগরী এবং গবেষণামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, গ্রাম ও শহরে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাসসমূহে শিক্ষার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রাখা, ছাত্রবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, ছাত্র শিক্ষকদের মাঝে বিশ্বস্ত ও সুসম্পর্ক স্থাপন, পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকিকরণ নিশ্চিত করে শিশু ও কিশোর বয়স হতে সামাজিক, কর্মমুখী, কারিগরী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানান। প্রবন্ধকার প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায়োগিক ও বাস্তবমুখী পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির কৌশল অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেন। প্রবন্ধকার আরো বলেন, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ এবং আধুনিক শিখন ও পাঠদান কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন।

ক্রমশ তিনি আরো বলেন, উন্নত বিশ্বের ন্যায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প কলকারখানায় অবকাঠামো উন্নয়নে, স্থাপনা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন, পেশাদারীত্ব গুণগতমান বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক দিক-নির্দেশনা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, আজকের শিশু কিশোর ছাত্র-ছাত্রীরাই উন্নত বিশ্ব তৈরির কারিগর। শিক্ষা জীবন শুরু হতে তাদের আনন্দের সাথে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের পরিবেশ সৃষ্টি ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী মো. ইউসুফ শাহ সাজু, প্রকৌশলী মো. সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ইসমাইল অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মানিত মূল প্রবন্ধকারকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ভবন নির্মাণে যথাযথ মাটি পরীক্ষা ও মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে, ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি., সন্ধ্যা ৬:৩০টায় আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে "পারফরম্যান্স এনালাইসিস অফ ডিপ ফাউন্ডেশন ইন উইক সয়েল" (Performance Analysis of Deep Foundation in weak Soil) বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক ও মূল প্রবন্ধকার হিসেবে

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্নেল প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ, পিইঞ্জ.। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর সঞ্চালনায় সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক।

সেমিনারে প্রধান অতিথি অধ্যাপক প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক দেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে একেক জায়গার মাটির অবস্থান ভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণগতমানের হওয়ায় ভবন নির্মাণের পূর্বে মাটির গুণগতমানের পরীক্ষার ওপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষ অপারেটর দ্বারা মাটির পরীক্ষা করার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থ সাশ্রয় এবং মুনাফা বেশি করার লক্ষ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা অথচ অদক্ষ এবং অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাটি ও আনুষাঙ্গিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে থাকে, যাতে স্থাপনার স্থায়িত্ব নিয়ে শংকা থেকে যায়, ফলতঃ ভবন নির্মাণ ত্রুটিপূর্ণ হয়, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে ভবন হেলে পড়ে অথবা ভেঙ্গে যায় এবং জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি ব্যক্তি নিজের জীবন, শরীর ও স্বাস্থ্যের ন্যায় অধিক সতর্কতার সাথে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটির গুণগতমান বিবেচনা করে পরিকল্পনামাফিক জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন উপাদান দ্বারা ভবন নির্মাণের জন্য সকল প্রকৌশলী, স্থপতি, নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মূল প্রবন্ধকার লে. কর্নেল প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ, পিইঞ্জ., বলেন, উন্নয়নমুখি দেশ হিসেবে বহুতল ভবন নির্মাণ সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। নদী, সাগর, পাহাড় ও পর্বত বেষ্টিত এদেশের মাটির গুণগতমান স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। দুর্বল মাটিতে বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যথাযথ পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করে অভিজ্ঞ পরামর্শ দাতা প্রতিষ্ঠান অথবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীর মাধ্যমে ভবন নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রবন্ধকার ভবন নির্মাণের পূর্বে সনাতনি পদ্ধতিতে মাটি ও অন্যান্য পরীক্ষাসমূহ না করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করে জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি প্রবন্ধকার পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে অভিজ্ঞ ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকৌশলী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ প্রকৌশলীর মাধ্যমে মাটি ও ভবন নির্মাণের মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার এবং যথাযথ পরীক্ষা-নীরিক্ষার সুবিধা-অসুবিধাসমূহ বিস্তারিত তুলে ধরে সতর্কতার সাথে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসেন এবং প্রকৌশলী কুদরত-ই রায়হান অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মানিত মূল প্রবন্ধকারকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

শোক প্রকাশ

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং চট্টগ্রাম বিআইটি বর্তমানে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ-এর মৃত্যুতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এবং কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন এবং প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম ও প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী গভীর শোক জানিয়েছেন। প্রতিথযশা এই প্রকৌশলীর মৃত্যু জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

খুলনা কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ৪৭ বছর পূর্তিতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লাখো শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনার্থে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে ১৬ ডিসেম্বর-২০১৮ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারীস্থ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন এর নেতৃত্বে সম্মানী সম্পাদক প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা এন্ড আন্ত.) প্রকোশলী কাজী খায়রুল বাশার, প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ আলমগীর, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী এস. এম. ওয়াহিদুল ইসলাম, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান ভূইয়া, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী খন্দকার মাহফুজ-উদ-দারাইন, কাউন্সিল সদস্য ড. প্রকৌশলী জুলফিকার হোসেন, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. ইকরামুল হক, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, কাউন্সিল সদস্য ড. প্রকৌশলী পিন্টু চন্দ্র শীল, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী নিবিড় মন্ডল, প্রকৌশলী কাজী মুস্তাক হোসেন,

আইইবি খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

এম. সাইফুর রহমান, প্রকৌশলী মো রুহুল আমিনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী ১৬ ডিসেম্বর-২০১৮ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারীস্থ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

ফরিদপুর কেন্দ্র

বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ফরিদপুর কেন্দ্র কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৭তম বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে সভাপতিত্ব করেন আইইবি ফরিদপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী মো. লুৎফর রহমান, মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল ৮ঃ০০ ঘটিকায় আইইবি, ফরিদপুরের ব্যনারসহ একটি র‍্যালি আইইবি কেন্দ্র হতে ভাঙ্গা রাস্তার মোড় হয়ে গোয়ালচামটস্থিত ফরিদপুর কেন্দ্রীয় স্মৃতি স্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় আইইবি, ফরিদপুর কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। প্রকৌশলীগণ স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন। আলোচনা শেষে শহীদদের রূহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

আইইবি ফরিদপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণের একাংশ

রাজশাহী কেন্দ্র

বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর'২০১৮ এর উষালগ্নে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলী সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রের চত্বরে সমবেত হন। ৪৭তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকাল ৯:০০ টায় কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. লুৎফুর রহমান আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলণ করেন।

অতঃপর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. তারেক মোশাররফ এর নেতৃত্বে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. লুৎফুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌশলী মো. নিজামুল হক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক) প্রকৌশলী মির্জা মো. মোয়াতাছিম বিল্লাহ্, প্রকৌশলী আসিক রহমান, প্রকৌশলী আবুল বাসার, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুল আলীম, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এন. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সরকার, প্রকৌশলী এটিএম মাহফুজুর রহমান, প্রকৌশলী শিবির আহমেদ, প্রকৌ. মো. হাসিবুর হুদা, প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ, প্রকৌশলী মো. আলমগীর হোসেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকৌশলী শোয়াইব মুহাম্মদ সাইখ, প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ, প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসেন সুমন, প্রকৌশলী মো. আব্দুস সাত্তার, প্রকৌশলী তাপস কুমার সরকার, প্রকৌশলী মেহেদী হাসান, প্রমুখের সহযোগে রাজশাহী সরকারী কলেজ প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে পুষ্প ডালা অর্পণ করেন। বিকাল ৩:০০ মিনিটে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রকৌশলী সন্তানদের অংশগ্রহণে "মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৭তলা ভবন নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

১৬ ডিসেম্বর' ২০১৮ খ্রি. বিজয় দিবস সকাল ৯:১৫ টায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের ৭তলা ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. লুৎফুর রহমান।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের ৭তলা ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. তারেক মোশাররফ, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌশলী মো. নিজামুল হক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক) প্রকৌশলী মির্জা মোয়াতাছিম বিল্লাহ্, প্রকৌশলী আসিক রহমান, প্রকৌশলী আবুল বাসার, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুল আলীম, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এন. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সরকার, প্রকৌশলী এ.টি.এম. মাহফুজুর রহমান, প্রকৌশলী শিবির আহমেদ, প্রকৌশলী মো. হাসিবুর হুদা, প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ, প্রকৌশলী মো. আলমগীর হোসেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকৌশলী শোয়াইব মুহাম্মদ সাইখ, প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ, প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসেন সুমন, প্রকৌশলী মো. আব্দুস সাত্তার, প্রকৌশলী তাপস কুমার সরকার, প্রকৌশলী মেহেদী হাসান।

জেল হত্যা দিবস

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় চার নেতার ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নভেম্বর' ২০১৮ খ্রি. জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়। দিনের কর্মসূচী হিসেবে সকাল ৯:০০টায় জাতির চার নেতার অন্যতম শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান এর মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং বঙ্গবন্ধু ও শহীদ জাতীয় চার নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

জেল হত্যা দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

মো. তারেক মোশাররফ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, রাজশাহী এর সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আসিক রহমান, প্রকৌশলী মো. আব্দুল আলীম, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রকৌশলী মুফতি মাহমুদ রনি, প্রকৌশলী মো. বাহার উদ্দীন মৃধা, প্রকৌশলী মো. তরিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী বিমলেন্দু শেখর, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকৌশলী মো. হারুন অর রশিদ, প্রকৌশলী শ্যাম দত্ত, প্রকৌ. মো. মামুনুর রশিদ, প্রকৌশলী মো. সামিউল ইসলাম, প্রকৌশলী শোয়াইব মুহাম্মদ শাইখ, প্রকৌশলী মো. আহসান উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. ইকবাল হোসেন সুমন প্রকৌশলী তাপোস কুমার, প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশীবৃন্দ উপস্থিত হন।

সিলেট কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আইইবি সিলেট কেন্দ্রের পক্ষ হতে সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে বীর শহীদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আইইবি সিলেট কেন্দ্রের প্রকৌশলীদেরবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

উক্ত পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশগ্রহণ করেন প্রকৌশলী জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, ড. আখতাররুল ইসলাম, ড. প্রকৌশলী সালমা আখতার, ড. মুসতাবুর রহমান, ড. প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম, ড. আজিজ, ড. মোশতাকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ষাট জন প্রকৌশলীবৃন্দ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

১০ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. রোজ বুধবার জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আইইবি সিলেট কেন্দ্র, সিলেট কর্তৃক সংবর্ধনায় ক্রেস্ট ও কাশ্মীরী শাল প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেটের সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের একশতর উপর প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লি., জালালাবাদ ট্রান্সমিশন, সওজ বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ উপকেন্দ্র, লাফার্স সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আরইবি, সিলেট পলিটেকনিক, পিডিবি, পিডব্লিউবি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন প্রকৌশলবৃন্দ, কেন্দ্রের

জাতীয় অধ্যাপক প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদানের দৃশ্য

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকৌশলী জয়নাল ইসলাম চৌধুরী। আইইবি সিলেট কেন্দ্রের প্রাক্তন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন এবং ইঞ্জিনিয়ার শাহরিয়ার জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে কাশ্মীরি শাল পরিয়ে দেন।

ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা- আয়োজন

আইইবি সিলেট কেন্দ্র কর্তৃক ৪ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২০১৮ আয়োজন করা হয়। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশীয় গান পরিবেশন করা হয়। এছাড়া প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যরা গান, কবিতা, ছড়া, উপস্থাপন করেন।

ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতি সন্ধ্যার একাংশ

অনুষ্ঠানের শেষে রাত্রি ভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সদস্য ও প্রকৌশলী পরিবারসহ প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লি., জালালাবাদ ট্রান্সমিশন, সওজ বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ উপকেন্দ্র, লাফার্স সিমেন্ট ফ্যাকটরি, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আরইবি, সিলেট পলিটেকনিক, পিডিবি, পিডাব্লিউবি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন প্রকৌশলবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বরিশাল কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

আই ই বি বরিশাল কেন্দ্রের প্রকৌশলীগণ ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৭:১৫ মিনিটে বরিশাল গণপূর্ত বিভাগের জোনাল অফিসের সম্মুখে সমবেত হন। সেখান থেকে র‍্যালি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে যান এবং সেখানে অবস্থিত শহীদ বেদীতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

বরিশাল কেন্দ্রে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পুস্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

এরপর ৩০ গোডাউন সংলগ্ন বধ্যভূমিতে যান এবং সেখানেও শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জগদীশ চন্দ্র মন্ডল, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী শমসের আলী লিটুসহ অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রবীন্দ্রনাথ সরকার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জেনারেল ম্যানেজার মো. শাহজাহান তালুকদার, ও জোপাডিকো'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইখতিয়ার উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী অমূল্য সরকার, রাশেদুল ইসলাম, সহকারি প্রকৌশলী সুব্রত মালাকর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মঈনুল হাসান, সহকারী প্রকৌশলী তদন্ত সরকার ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারী প্রকৌশলী সুপ্রিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর কেন্দ্র

বার্ষিক সাধারণ সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৮ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ফকির আবদুর রব-এর সভাপতিত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর ক্যাম্পাস এ সকাল ১০ টায় শুরু হয়ে দিনব্যাপী নানা কর্মসুচির মধ্যে দিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো.

আবদুস সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস- চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন) প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন সরকার। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান। অন্যান্য অতিথি বৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. এন্ড আন্ত.) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ)

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ

অর্থ) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী মামুনুর রশিদ, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক, বগুড়া কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন।

এছাড়াও আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম ও অত্র কেন্দ্রের স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. গোলাম মর্তুজা, প্রকৌশলী শংকর কুমার দেব, প্রকৌশলী মো. হারুন-অর-রশীদ, প্রকৌশলী মো. আখতার হোসেন, প্রকৌশলী মো. আমিনুল হক, প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান, প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, প্রকৌশলী মো. ফিরোজ আখতার, প্রকৌশলী মো. আব্দুল গোফফার, প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান, প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক, প্রকৌশলী মো. হাসান-উজ-জামান প্রমুখসহ রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় তিনশত প্রকৌশলীর এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বলেন দেশের ৮০ ভাগ উন্নয়ন প্রকৌশলীরা করেন। উন্নত বাংলাদেশ দেখতে চাইলে প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের প্রকৌশলীদের মান উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার প্রকৌশলীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন রংপুর ও কুমিল্লা সেন্টার আইইবি, ভবন নির্মাণের জন্য প্রনীত ডিপিপি ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডিপিপি অনুমোদন তরান্বিত করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠান শেষে অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান এর উপস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সমাপনি বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌশলী ফকির আবদুর রব, আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহ পাকের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ এর প্রথম প্রহরে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে রংপুর মর্ডান মোড়, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান, আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস- চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন

আইইবি রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

বোর্ড, রংপুরে প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন সরকার, এলজিইডি, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আখতার হোসেন, সহকারী প্রকৌশী মো. আখতারুজ্জামান সড়ক ও জনপথ বিভাগর রংপুরে নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. ফিরোজ আখতার, গণপূর্ত বিভাগ রংপুরে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামন সরকার, বিএমডিএ, রংপুরের সহকারী প্রকৌশলী মো. মশিউর রহমান, প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক প্রকৌশলী মো. হাসান-উজ-জামান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৭তম বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও র‍্যালিত সভাপতিত্ব করেন আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আজিজুর রহমান চৌধুরী। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় আইইবি, রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। প্রকৌশলীগণ স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন। আলোচনা শেষে শহীদদের রূহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

আইইবি রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

যশোর কেন্দ্র

বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন যশোর কেন্দ্র কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৭তম বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা সভাপতিত্ব করেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবু হাসান। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে যশোর কেন্দ্র স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় আইইবি, যশোর কেন্দ্রে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

আইইবি যশোর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

জামালপুর উপকেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

জাতির ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৭তম বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে আইইবি, জামালপুর সাবসেন্টার এর জামালপুর ও শেরপুর জেলার প্রকৌশলীগণ চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নব কুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে মিছিল সহকারে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে রাত্র ১২:২৮ মি. শহীদ

জামালপুর উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণের একাংশ

মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তৎপর জাতির অব্যাহত অগ্রগতি আরও তরান্বিত করতে প্রত্যয়দ্বীপ্ত কণ্ঠে অঙ্গীকার করা হয়। অনুষ্ঠানে পাউবো, গণপূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বিউবো, পিবিএস ও এলজিইডি'র প্রকৌশলীবৃন্দ মধ্যরাতে যোগদান করেন।

টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের আয়োজনে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ পালন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৭:০০ ঘটিকায় উপকেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইলের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে শেষ হয়। অতঃপর পৌর উদ্যোনে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে

আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য

৭১ এর সকল বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয় ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। পরবর্তীতে উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দরা এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মকে জানানো এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার নিমিত্তে প্রকৌশলীরা যথাযথ ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও পিডিবি'র নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল ইসলাম, আইইবি, টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রর সম্পাদক ও মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. প্রকৌশলী ড. প্রকৌশলী মো. ইকবাল মাহমুদ আইসিটি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব তারেক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার ড. প্রকৌশলী মো. তৌহিদুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুল কুদ্দুস, নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন, আইএমটিএস-এর সিনিয়র ইন্সট্রাকটর প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক খান রুবেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মায়াজ প্রামাণিক, টাঙাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহমান, প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ কন্সট্রাকশন এর কর্ণধার প্রকৌশলী সোপান খালিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার উপকেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. সন্ধ্যায় ৭:০০টায় উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. মীর্জা মো. ইফতেখার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বক্তব্য রাখেন, প্রকৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান, প্রকৌ. বদিউল আলম, সম্পাদক, প্রকৌ. প্রদীপ্ত খীসা, নির্বাহী সদস্য, প্রকৌ. জহির উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী সদস্য, প্রকৌ. পিন্টু চাকমা, নির্বাহী সদস্য। আলোচনা সভায় আরো বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস আলোচনা সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্তমান সরকারের অব্যহত উন্নয়ন যাত্রার মহাসড়কে সকল প্রকৌশলীদের দৃঢ় অবস্থানের আহ্বান জানানো হয় আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রের জন্য কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার জমি (প্লট নং ১৮) বরাদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। উক্ত প্লটের (১১.৬৭ কাঠা) জমির মূল্য বাবদ ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা সরকারিভাবে বাজার মূল্য নির্ধারিত হয়, যাহা আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রের পক্ষে প্রদান অসম্ভব বিধায় প্রতীকী মূল্যে ক্রয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আইইবি, সদরদফতর কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রে নির্ধারিত গণপূর্তের প্লটে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য নকশা বিষয়ে আলোচনার জন্য উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এবং আগামী ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তে ৭ম কাউন্সিল সভায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উপস্থিত থেকে নকশা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আগামী ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় আইইবি ৫৯তম কনভেনশনে সকল সদস্যবৃন্দের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে রামু ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পিকনিক স্পটে পিকনিকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকল সম্মানিত সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৭তম বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা সভাপতিত্ব করেন আইইবি কুষ্টিয়া উপকেন্দ্রর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শাফিকুল ইসলাম। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় আইইবি, কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। আলোচনা শেষে শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

কুষ্টিয়া উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণের একাংশ

কেন্দ্র পরিবর্তন ঠিকানা সংশোধন

আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের কেন্দ্র পরিবর্তন অথবা যোগাযোগের ঠিকানা সংশোধন করতে আইইবি সদর দফতরস্থ মেম্বারশিপ শাখায় অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমরা শোকাহত

প্রকৌশলী মো. সাইফুল্লাহ, এফ/৩১৪২

প্রাক্তন সেক্রেটারী , মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন , আইইবি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. , রবিবার , ভোর ৫:৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...) তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকাহত ।